152. Je. 921. 36.

বৈদ্যনাথক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব

বা

বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য।

—:o:—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোক গুণানুবাদাৎ
পুমান্‌বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে।

—:o:—

শ্রীশ্রী৺ বৈদ্যনাথ চরণ পরায়ণ

তথা

শ্রী ১০৮ পঞ্চকোটাধীশ্বর মহারাজলক্ষ্মাশ্রয়

শ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা দ্বারা

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর

—:o:—

৩নং কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীটস্থ,

কমলাপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, হইতে

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ॥০ আট আনা।

[97]

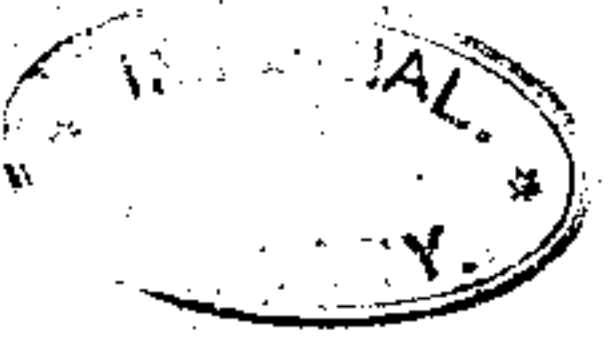

श्री श्रीईश्वरवैद्यनाथजीका मन्दिर

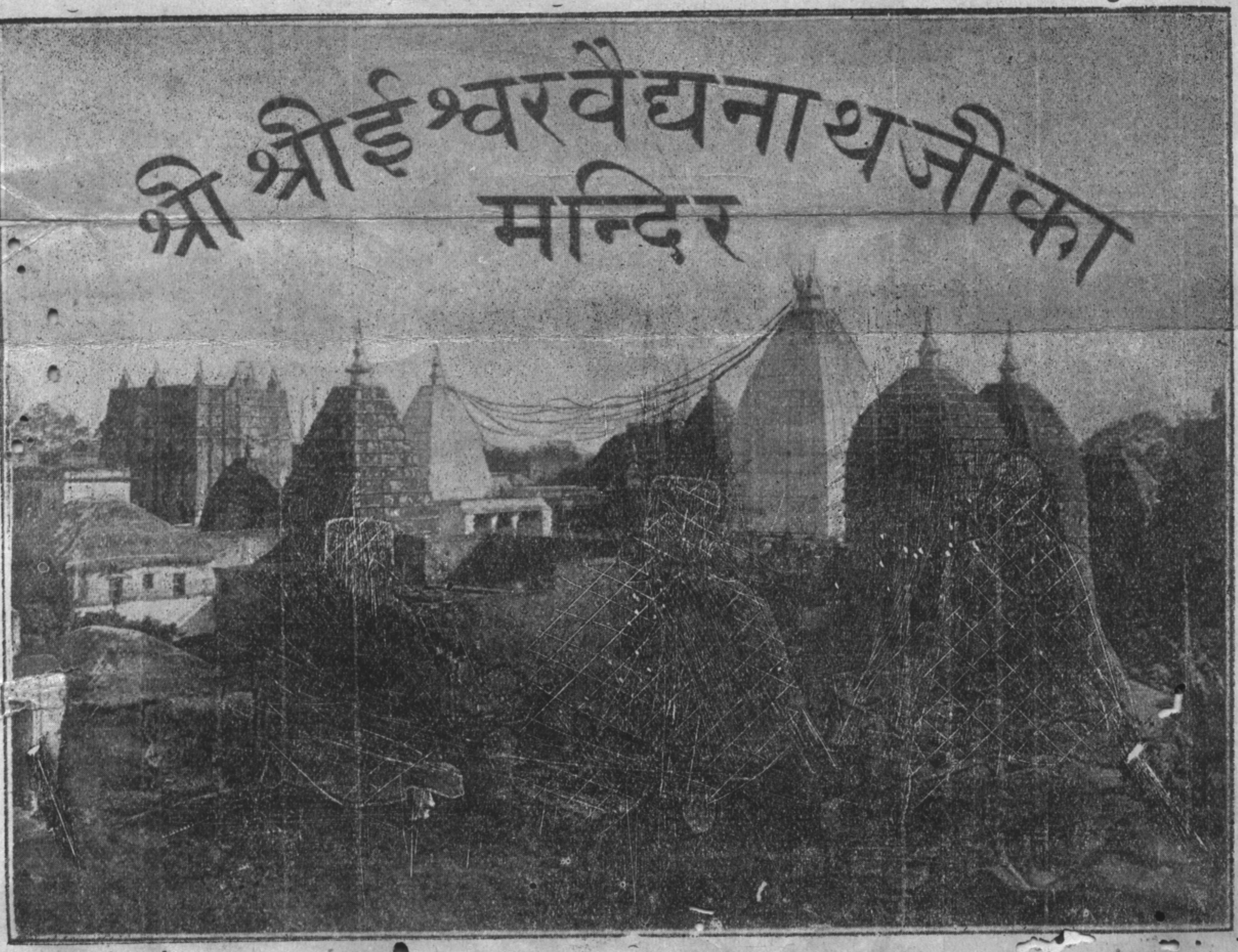

152. Je. 921. 36.

বৈদ্যনাথক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব

বা

বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য।

—:o:—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোক গুণানুবাদাৎ
পুমান্‌বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে।

—:o:—

শ্রীশ্রী৺ বৈদ্যনাথ চরণ পরায়ণ

তথা

শ্রী ১০৮ পঞ্চকোটাধীশ্বর মহারাজলক্ষ্মাশ্রয়

শ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা দ্বারা

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর

—:o:—

৩নং কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীটস্থ,

কমলাপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, হইতে

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ॥০ আট আনা।

পূর্ব্বসাগরগামিন্যা গঙ্গায়া দক্ষিণেতটে ।
হরীতকী-বনেদিব্যে দুঃসঞ্চারে ভয়াবহে ॥
অদ্যাপিবর্ত্ততেতত্তে বৈদ্যনাথো মহেশ্বরঃ ।
পূরয়ন্ সকলান্ কামান্ সদাচিন্তামণির্যথা ॥

ইতি শিবপুরাণম্ ।

শিব উবাচ

বনখণ্ড ইতিখ্যাতং ক্ষেত্র মত্যুত্তমোত্তমং ।
বিমলে বৈদ্যনাথাখ্যেতল্লিঙ্গে নিবসাম্যহং ॥

ইতি শিবরহস্যে ।

উৎসর্গপত্রম্।

বিবিধ বিরুদাবলী বিরাজমান বিখ্যাপ্যমান পরম-
তেজো যশোনিধান পরমোদারশিরোমণি পঞ্চ-
কোটাধীশ্বর শ্রীল শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ সিংহ
দেব বাহাদুর মহোদয়ানাং কর-
কমলয়োঃ সবহুমান পুরঃসরং
সমর্প্যতে।

গ্রন্থকারস্য।

GENERAL LIBRARY

শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথ দেবের প্রধান পুরোহিত

বা

ওঝা মহাশয়!

এইস্থানে ৺শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ দেবের প্রধান পুরোহিত বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ওঝানামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। বৈদ্যনাথ দেবের ভক্ত হিন্দুগণ ওঝাকে শিবের প্রতিনিধি বিবেচনায় শিবতুল্য ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকেন, এবং ওঝা মহাশয় ও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগানন্তর যাবজ্জীবন বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের আরাধনায় কালক্ষেপ করতঃ জগতের মঙ্গল কামনায় নিরত থাকেন। তাঁহাকে পুত্র কলত্রাদি ত্যাগ করিয়াও দিবসে উপবাসে থাকিয়া ত্রৈকালিক শিবার্চ্চন এবং রাত্রে প্রাণ ধারণোপযোগী কিঞ্চিৎ ফল মূল, তথা দুগ্ধ গঙ্গাজলাদি দ্বারা আজীবন পান ভোজনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। তিনি ভক্তিযোগে নিশিথ স্বপ্নে দেবাদি দেবের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন। হিন্দু রাজাধিরাজগণ তাঁহার পদরেণু দুর্লভ এবং পবিত্র বিবেচনায় ভক্তি সহকারে নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার পূর্ব্বে এই স্থানের অধিবাসীগণ এই নগরবাসী কোনও একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বল পূর্ব্বক ওঝাপদে বরণ বা নিযুক্ত করিত, তজ্জন্য তৎকালের তাবি ওঝাগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া অবসর পাইলেই দেশ পরিত্যাগ করতঃ চিরদিন পলাতক হইয়া দেশান্তরেই জীবন লীলা সাঙ্গ করিতেন। কারণ ওঝাপদে নিযুক্ত হইবার পরেই তাঁহারা (ওঝাগণ) অল্পায়ু তথা কুষ্ঠী অথবা নির্ব্বংশ হইয়া বিবিধ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতেন।

আমি যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি সেই সময়ের এই অস্থায় ওঝা মৃত হইলে কিছুদিন ওঝাপদ শূন্য ছিল সেই সময়ে মিথিলার বিষ্ণপঞ্চক গ্রাম হইতে নবপরিণিতা পত্নীকে দ্বিরাগমনান্তর গৃহে রাখিয়া পূজ্যপাদ চন্দ্রমণি ওঝা (এখানকার প্রথম নিবাসী আমার পূর্ব্বপুরুষ) বাবারজন্য গঙ্গাজল ভার স্কন্ধে বহন করতঃ বৈদ্যনাথে উপস্থিত হন এবং দিবসে পূজনাদি করিয়া রাত্রে যাত্রীবেশে মন্দিরেই শয়ন করিয়া থাকেন। তিনি নিতান্ত সাত্বিক ভাবাপন্ন ও সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই বাবা ভোলানাথ তাহাকে নিদ্রিত স্বপ্নে আদেশ করেন যে আমার পূজকের পদ শূন্য ভাবে পড়িয়া আছে তুমি তাহা গ্রহণ কর! আমি তোমার ভক্তি ও সাত্বিকতা প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি মনে করিওনা যে ইতি-পূর্ব্বে ওঝাদের যে দুর্দ্দশা ঘটিত তোমাকেও তাহাই ভোগ করিতে হইবে? কারণ তোমার মত তাঁহারা সচ্চরিত্র বা নিষ্ঠাবান কেহই ছিলেন না তজ্জন্য তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতেন। বংশের জন্যেও তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তোমার নব পরিণিতা পত্নী তোমার প্রথম সংসর্গেই গর্ভ ধারণ করিয়াছেন।

উক্ত গর্ভে তবাদৃশ সুযোগ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে ও সে রত্নপানী নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু বৎস আমার স্থাপিত নিয়মাবলী রক্ষা করিও। নিয়ম এই যে তোমার জ্যেষ্ঠ বংশধরগণ তোমার মত সাত্বিকতা অবলম্বন পূর্ব্বক আমার পূজকত্ব (ওঝাগিরি) পদগ্রহণ করিবে, তাহা হইলে তাহাদের কোনরূপ ভয় বা বিঘ্ন সংঘটিত হইবে না এবং তোমার জ্যেষ্ঠবংশ লোপ পাইবে না তাহা নিশ্চিত জানিও। এই নিয়ম ভঙ্গ হইলে পূর্ব্বের ন্যায় পরেও ঘটিবে তাহাও নিশ্চিত বলিয়া জানিবে। উক্ত ওঝা মহাশয় শঙ্করাদেশ

শিরোধার্য্য করতঃ দেশ হইতে ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া যথা নিয়মে উক্তপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি জ্যেষ্ঠানুক্রমে আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ ওঝাগিরি প্রাপ্ত হইয়া দেবাদিদেবের পাদপদ্মের সেবা করিতে-করিতে পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করতঃ নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে পূজ্যপাদ রামদত্ত ওঝা মহাশয়ের গুণে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিজ সত্ত্বে সত্ত্ববান করিয়া মঠের কাম্পা-উণ্ডের মধ্যে চিরদিনের জন্য পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ওঝার একাধিপত্যের সনন্দ প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। এখনও এ স্থানে ওঝার একাধিপত্য অপ্রতিহত ভাবেই রহিয়াছে। তবে সেই দেবাদিদেবের আদেশ যুক্ত নিয়ম যদিও অধুনা কালের কুটীলচক্রে মিষ্পেষিত প্রায় হইয়াছে তত্রাচ আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ পূজ্যপাদ ৺ঈশ্বরীনন্দ ওঝা মহাশয়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠপুত্র পূজনীয় সদুপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীউমেশানন্দ ওঝা মহাশয় উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, ইনি যেরূপ ধর্ম্ম পরায়ণ তাদৃশ মল্লবিদ্যাতে ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত। আমার বর্ত্তমান অবস্থাতে ও শিবভক্তকুলেশ্বর-ক্ষত্রকুলচূড়ামণি মহামান্যবর প্রবল প্রতাপান্বিত পঞ্চকোটাধিশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীজ্যোতিপ্রসাদ সি-হ দেব বাহাদুর ওঝার জ্যেষ্ঠবংশধর বিবেচনায় ভক্তির জন্য এবং উপস্থিত দশাবলোকনে করুণা-র্দ্রচিত্ত হইয়া আমার বনবাস তথা সাংসারিক অভাবাদিকষ্ট নিবারণ করতঃ ৺বৈদ্যনাথ দেবের ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। (উক্ত শ্রীশ্রীমান মহারাজ বাহাদুর আমার বাসের জন্য বৈদ্যনাথধ্যামে দ্বিসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে পোক্তা দালানক্রয় করিয়া দিয়া ৺শ্রীশ্রীনার্ম্মেদেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রদানকরতঃ নিশ্চিন্ত মনে পূজার অবসর প্রদানের ও ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ ব্রহ্মবৃত্তি স্বরূপ মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা সানন্দে

প্রদান করিয়া আসিতেছেন এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মাদির জন্য অনেক প্রকারে সাহায্য দান করিয়া থাকেন।) শ্রীশ্রীমান মহারাজ বাহাদুরের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণ ও বৈদ্যনাথদেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ৺ভোলানাথের পূজার্থ যাত্রীগণকে বিতরণের ও বাবার নিত্যার্চ্চনের জন্য বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থ আলিন্দের দক্ষিণাংশে চন্দন ঘসাশীলা স্থাপন পূর্ব্বক চন্দন ঘর্ষণের জন্য বৃত্তিদানে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া উক্ত কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাবধি উক্ত কার্য্যাদি অপ্রহিত ভাবেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত রাজর্ষি তুল্য স্বর্গীয় মহারাজগণের প্রদত্ত বৈদ্যনাথদেবের সেবার জন্য কয়েকটি মৌজা দেবত্তররূপে অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথদেবের ভক্তমাত্রেরই শ্রীশ্রীপঞ্চকোটাধীশ্বরের দীর্ঘ-জীবন এবং যশ, ঐশ্বর্য্য তথা বংশাদি বৃদ্ধির জন্য দেবাদিদেবের নিকট প্রার্থনীয়।

শ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা।

ভূমিকা।

এই পরম পাবন "বৈদ্যনাথক্ষেত্র" যেমন শৈবগণের পক্ষে জগতে অতুলনীয় পুণ্য স্থান তেমনই দেবীর সর্ব্বপীঠাধিষ্ঠাত্রী প্রধানা শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর এখানে সন্ধ্যা মূর্ত্তিতে অবস্থান করায় ও জগজ্জননী সতীর হৃদিপতন নির্ব্বন্ধে হার্দ্দপীঠাধিষ্ঠাত্রী জয় দুর্গার এবং বগলা-দেবীর অধিষ্ঠানে "প্রয়াগরাজ" যেমন ত্রিবেণী সঙ্গমে তীর্থ রাজ নামে চিরবিখ্যাত তদ্রূপ ত্রিশক্তি সম্মিলনে এই স্থান শাক্তগণের পক্ষেও দেবী সিদ্ধপীঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া পরিগণিত। তাই পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের স্তোত্রে অন্যান্য লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্ত্তনে একমাত্র শিবেরই উল্লেখ করিয়া বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গকে গিরিজা সমেতং বলিয়া পুরুষ প্রকৃতিকে এখানে একত্রে প্রণাম করিয়াছেন। ("পূর্ব্বোত্তরে প্রজলিকে নিধানে সদাবসন্তং গিরিজাস মেতং ইত্যাদি) ইতিপূর্ব্বে এই মহাক্ষেত্র সম্বন্ধে যদিও কৃতবিদ্য-মহাত্মাগণ "বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য" নামে কয়েকটা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত গ্রন্থ সকলে এই তীর্থ বৃত্তান্ত এবং অর্চ্চনাদিরবিধি ও আবশ্যকীয় তীর্থকৃত্য তথা শিবপূজার বিশেষত্বাদির বিষয় একত্রে সন্নিবেশিত করেন নাই। তজ্জন্য এই স্থানের পুরোহিত ও যাত্রীগণের বিশেষ অসুবিধা অনুভবে আমি নিজের অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়াও এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আশাকরি সহৃদয় পাঠকগণ আমার ভ্রম এবং অপূর্ণতা পরিহার পূর্ব্বক এই পুস্তক প্রীতির চক্ষে দেখিবেন,

কারণ ইহা ভ্রমাদিদোষে পরিপূর্ণ থাকিলেও একমাত্র পরমেশ্বরের নাম রূপভূষণে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত রহিয়াছে। ইহাতে শ্লোকাদির ভাবার্থ প্রকাশক বঙ্গভাষার প্রতি এইমাত্র লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, যে যেমন ইহাতে সাধারণেরা তাহার ভাব মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বিদ্বদ্‌গণ স্বতঃই শ্লোকার্থ গ্রহণে সমর্থ সুতরাং তাহাদের জন্য শ্লোকার্থ প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি, অতএব ভাষার অন্য বিষয়ের প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখা হয় নাই। আরও ইহার যাহা কিছু ত্রুটি বা অপূর্ণতা রহিয়াছে, সহৃদয় কৃতবিদ্য পাঠক মহোদয়গণ তাহা নিজগুণে সংশোধিত করিয়া লইবেন এই পুস্তক সঙ্গে থাকিলে এই ক্ষেত্রের সম্বন্ধে যাহা করিবার বা জানিবার বিষয় তাহা সমুদয় জ্ঞাত হওয়া যায় অন্য পুস্তকের অপেক্ষা থাকে না, তা ছাড়া দেবপূজা পদ্ধতি শিক্ষা হয়। প্রথম সংস্করণে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি মুদ্রাকর প্রমাদ অসংশোধিত রহিয়া গিয়াছে পরবর্ত্তি সংস্করণে তাহার সংশোধন হইবে বলিয়া আশা করি অলমতি বিস্তরেণ। ইতি—

গ্রন্থকারস্য।

বৈদ্যনাথ ক্ষেত্র সর্ব্বস্ব

বা

বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য।

অথ "বৈদ্যনাথ" স্থান নির্ণয়।

পূর্ব্বে পূর্ব্ব-সাগর-গামিনী-গঙ্গার দক্ষিণতটে যে স্থান "হরিতকী কাননে" বা "বনখণ্ডে" পরিণত ছিল, শিব বাহিত দক্ষ তনয়া "সতীর"* শব দেহ হইতে বিষ্ণুচক্র কর্ত্তিত হৃদয়াঙ্গ উক্ত স্থানে পতিত হওয়ায় তাহা "হার্দ্দপীঠ" নাম ধারণ করিয়া সুরাসুর নরের পূজ্য ক্ষেত্র বা মহাতীর্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ।

যথা :—

হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তুভৈরবঃ।
দেবতাজয় দুর্গাখ্যা নেপালে জানুনী মম॥

ইতি চন্দ্রচূড়া মণৌপীঠনির্ণয়ে।

ভাবার্থ :—দেবী প্রমুখাৎ উক্ত হইয়াছে যে বৈদ্যনাথে আমার হার্দ্দপীঠ স্থান এবং সেখানে ভৈরবের নাম বৈদ্যনাথ, আর

পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী জয় দুর্গানামে অভিহিতা হন। নেপালে অঙ্গুলির জানু পতিত হইয়াছে। ইত্যাদি—

কিন্তু এই ক্ষেত্রের পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সম্বন্ধে পুরাণে মত ভেদ আছে! শ্রীমদ্দেবীভাগবতে পীঠনির্ণয়ে হিমালয়ের প্রতি ভগবতী দেবী এই স্থানের পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া "বগলাদেবী"কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন

যথা :—

বৈদ্যনাথে তু বগলা স্থানং সর্ব্বোত্তমোত্তমং।

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে।

ভাবার্থ :—বৈদ্যনাথের পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা "বগলাদেবী" এবং উক্ত স্থান সকল উত্তম স্থান হইতে উত্তম।

আবার দাম্পত্য প্রণয়ীজনের আদর্শ গুরু-ভগবান-শশাঙ্কশেখর মহাদেব সতীর উক্ত দেহাবশেষ অগ্নিসংস্কার দ্বারা এই ক্ষেত্রে ভস্মীভূত করার পর এই স্থান চিতাভূমি নামে ত্রিভুবনের পরিচিত ও নমস্য হইয়াছে।

যথা :—

বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দ্বারিকাবনে!

ইতি শিবপুরাণম্॥

ভাবার্থ :—শিবপুরাণে জ্যোতির্লিঙ্গ নিরূপণে উক্ত হইয়াছে যে চিতাভূমি স্থানে জ্যোতির্লিঙ্গের নাম বৈদ্যনাথ। এবং দ্বারিকা-বনস্থ জ্যোতির্লিঙ্গকে নাগেশ বলিয়া জানিবে॥ ইত্যাদি—

পুনরপি ত্রিভুবনের ত্রাসজনক লঙ্কেশ্বর রাবণের হস্ত হইতে প্রচ্ছন্নরূপধারী পরমেশ্বর মহা জ্যোতির্লিঙ্গ ছল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া

দেবীর হার্দ্দপীঠে স্থাপন করেন। সেই জ্যোতির্লিঙ্গস্থ মহাদেব সর্ব্বপ্রথম দেব বৈদ্যকুল শিরোমণি অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের মহা সাধনায় সিদ্ধিপ্রদ হইয়া স্বয়ং বৈদ্যনাথ নাম ধারণ করিলে, এই পবিত্র ক্ষেত্র অদ্যাবধি বৈদ্যনাথ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে॥ এই স্থানে হরিতকী বনের বা বনখণ্ডের হার্দ্দপীঠে শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথ দেবের অধিষ্ঠান তথা নাম ধারণ বৃত্তান্ত শিবপুরাণের উত্তর খণ্ড ৩৮ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিয়া সন্নিবেশিত করা হইল॥

বামদেব ঋষিরুবাচ।

সর্ব্বান্ জিত্বা দশগ্রীবো ভুজকণ্ডু নিবারয়ন্।
স্বস্থো লঙ্কাপুরি মুনে পুত্রপৌত্রাদিভিঃ স্থিতঃ॥
ইন্দ্রাদিসকলান্ দেবান্ বশগা নবলোক্য চ।
তত্র শিবং বশীকর্ত্তুং কৈলাসাচল মাযযৌ॥
দৃষ্ট্বা তত্র মহাদেবং উময়া সহিতং মুনে।
নৃত্যং চক্রে তদগ্রে সঃ শিবসন্তোষদায়কং॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ভগবচ্চন্দ্রশেখরঃ।
বরং ব্রূহীতি তং প্রাহ স বব্রে বরমুত্তমম্॥
যদি প্রসন্নো ভগবন্ যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি।
তদা লঙ্কাপুরি বিভো ত্বঞ্চ তিষ্ঠ ময়া সহ॥
ত্বয়ি প্রবিষ্টে মৎপুর্য্যাং সর্ব্বদেবজিতোঽহং॥
ভবিষ্যামি মহাদেব কুরু মেঽনুগ্রহং শুভং॥

ততো বাচ মুবাচেদং দশগ্রীবং মহেশ্বরঃ ।
নীয়তাং সানুরাগেণ লিঙ্গ মেতন্মম ত্বয়া ॥
ইদং লিঙ্গং দশগ্রীব যদি লঙ্কাং গমিষ্যতি ।
তদা সুরাসুরৈঃ সর্ব্বৈ রজেয়স্ত্বং ভবিষ্যসি ॥
কৈলাসলঙ্কয়ো র্মধ্যে ভুবি ন স্থাপয়িষ্যসি ॥
স্থাপনাদচলং লিঙ্গং ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥
ইত্যুক্ত্বা শম্ভুনা তত্তে দশগ্রীবো মহাবলী ।
বাহুভি লিঙ্গ মালিঙ্গ্য যযৌ যাম্যাননো মুনে ॥
পূর্ব্বসাগরগামিন্যা গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে ।
হরীতকী বনে দিব্যে দুঃসঞ্চারে ভয়াবহে ॥
তত্রাসৌ চ দশগ্রীবোঽভবন্ মূত্রপ্রপীড়িতঃ ।
চিন্তাং চ মহতীং লেভে কিঙ্করোমীতি চিন্তয়ন্ ॥
এতস্মিন্ সময়ে শম্ভু র্বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধৃক্ ।
দেবানাং হিতমন্বিচ্ছন্ প্রাদুরাসীত্তদগ্রতঃ ॥
ব্রাহ্মণং স সমালোক্য দশাস্যো মূত্রপীড়িতঃ ।
প্রাহেদং বচনং দিব্যং স্মিতবক্ত্রো দশাননঃ ॥
ক্ষণমাত্রং দ্বিজশ্রেষ্ঠ লিঙ্গ মেতন্ মহেশিতুঃ ।
হস্তে গৃহীত্বা তিষ্ঠাত্র ইতুক্ত্বা তৎকরে দদৌ ॥
মূত্রোৎসর্গং ততশ্চক্রে বহুকালং দশাননঃ ।
তমুবাচ তদা বিপ্রো লিঙ্গং ভারায়তে মম ॥

মৃতোঽস্মীতি মৃতোঽস্মীতি বচ আহ দ্বিজস্তদা।
পাতয়ামাস তল্লিঙ্গং ভূমিপৃষ্ঠে মহামুনে॥
ততঃ পলায়নং চক্রে ব্রাহ্মণো ভয়বিহ্বলঃ।
সোঽপি শৌচং সমাবর্ত্ত্য লিঙ্গমূলে ব্যবস্থিতঃ॥
লিঙ্গমূদ্ধর্ত্তুকামোঽভুৎ বাহুভিশ্চ দশাননঃ।
সর্ব্বৈঃ পরাক্রমৈস্তণ্ডে ন শক্নোতি স্ম বৈ প্রভুঃ॥
তত্র বৈ রাবণোভূয় স্তপশ্চক্রে সুদারুণং।
নবভিস্তু শিরোভিঃ স তত্র হোমং চকারহ॥
প্রাদুর্ভূত স্তদা শম্ভু রুবাচ বচনন্ত্বিদং।
ত্বয়া ন চক্রে মদ্বাক্যং ভুবি লিঙ্গং নিপাতিতং॥
দশগ্রীবাধুনা গচ্ছ স্বপুরে বস সত্তম।
অত্র তিষ্ঠাম্যহং নাম্না তব সত্যং ন সংশয়ঃ॥
বৈদ্যাভ্যাং পূজিতং সত্যং লিঙ্গমেতৎ পুরা মম
বৈদ্যনাথ মিতিখ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদায়কং॥
হরীতকীবন মিদং ক্ষেত্রং জাতং মহোদয়ঃ।
অত্র স্থাস্যে তব প্রীত্যা কীর্ত্তিঃস্থাস্যতি তে ধ্রুবা॥
শিবস্যেদং বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীব স্ততো মুনে।
অতীব দুঃখহৃদয়ে যযৌ লঙ্কাপুরীং তু তাং॥
অদ্যাপি বর্ত্ততে তণ্ডে বৈদ্যনাথো মহেশ্বরঃ।
পূরয়ন্ সকলান্ কামান্ সদাচিন্তামণি র্যথা॥

হরীতকীবনে তত্র বৈদ্যনাথং মহেশ্বরং।
যে পশ্যন্তি নরো ভক্ত্যা তেষাং পুণ্যং বদাম্যহং॥
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তা নরা বৃষভমাস্থিতাঃ।
ব্রজন্তি শিবলোকে চ ক্রীড়ন্তি শম্ভুনা সহ॥
এবং পুরা মহাদেবং ভক্ত্যারাধ্য দশাননঃ।
অতুলাং সম্পদা লেভে সর্ব্বদেবোন্নতাং মুনে॥
যস্ত্বিদং রাবণতপো ভক্তিযুক্তঃ শৃণোতি বৈ।
তস্য পাপানি ঘোরাণি নাশমায়ান্তি বৈ মুনে॥

ইতি।

ভাবার্থ :—বামদেব ঋষি কহিলেন, হে মুনে! দশানন রাবণ সকলকে রণে জয় করিয়া নিজের ভুজকণ্ডু নিবারণ পূর্ব্বক সুস্থচিত্তে পুত্রপৌত্রাদির সহিত লঙ্কায় বাস করিতেছিল। ইন্দ্রাদি সকল দেবতাকে নিজের বশীভূত দেখিয়া একমাত্র শিবের বশীকরণার্থ কৈলাস পর্ব্বতে যাত্রা করিল। সেখানে দেবাদি দেবকে উমার সহিত অবলোকন করিয়া রাবণ তাঁহার সম্মুখে শিব সন্তোষদায়ক নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে ভগবান্ চন্দ্রশেখর প্রসন্ন হইয়া রাবণকে বর গ্রহণ করিতে আদেশ প্রদান করার পর, রাবণ উত্তম বর প্রাপ্তির জন্য নিবেদন করিল। সে কহিল, ভগবান্ যদি প্রসন্ন হইয়া আমায় অনুগ্রহ করিয়াছেন, তবে হে প্রভো! আপনি আমার সহিত লঙ্কায় নিবাস করুন। আপনি আমার আলয়ে প্রবেশ করিলে আমি সকল অমরগণের অজেয় হইব।

অতএব আমার প্রতি শুভানুগ্রহ প্রকাশ করুন। তবে দশাননের প্রতি প্রমথনাথ মহাদেব কহিলেন তুমি অনুরাগযুক্ত হইয়া আমার এই লিঙ্গ গ্রহণ কর। হে দশানন! এই লিঙ্গ লঙ্কায় গমন করিলে তুমি সকল সুরাসুরের অজেয় হইবে। কৈলাস এবং লঙ্কার মধ্যস্থ ভূমিতে এই লিঙ্গ স্থাপন করিও না স্থাপন করিলে লিঙ্গ সেই স্থানে অচল হইয়া রহিবে ইহার অন্যথা হইবে না। মহাবলী দশানন শম্ভুর এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বাহু সকলের দ্বারা লিঙ্গকে আলিঙ্গন করতঃ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। পূর্ব্ব-সাগর গামিনী গঙ্গার দক্ষিণ তটস্থ সুন্দর হরীতকী বনে যেখানে প্রবেশ করা দুষ্কর ও ভয়াবহ, তথায় উপস্থিত হইয়া দশানন মূত্রবেগে প্রপীড়িত হইল! তজ্জন্য মহাচিন্তা প্রাপ্ত হইয়া রাবণ—আমি কি করি? এমত বিচারে যখন নিযুক্ত ছিল, এমন সময়ে দেবতাদের হিতবাঞ্ছা করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপধারী শম্ভু তাহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। মূত্রপীড়িত দশানন ব্রাহ্মণের দর্শন লাভ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন বদনে দিব্যবাক্য প্রয়োগ করিল। সে কহিল হে দ্বিজবর! আপনি ক্ষণেকের জন্য এই মাহেশ্বর লিঙ্গ হস্তে গ্রহণ করিয়া এই স্থলে বিরাজ করুন। এইরূপ কহিয়া সে বিপ্রকরে লিঙ্গ প্রদান করিল। তার পর বহুকাল পর্য্যন্ত রাবণ মূত্র ত্যাগে ব্যাপৃত থাকায় ব্রাহ্মণ কহিলেন লিঙ্গ নিতান্ত আমার ভারপ্রদ হইয়াছেন। আমি মরিলাম, মরিলাম, এইরূপ ক্লেশসূচক বাক্য প্রকাশ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তখন উক্ত লিঙ্গ ভূমিপৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। তার পর রাবণের ভয়ে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণ পলায়ন করিলেন। এদিকে রাবণও শৌচাদি কর্ম্ম সমাধা পূর্ব্বক লিঙ্গমূলে উপস্থিত হইল। সকল পরাক্রম প্রকাশ করতঃ দশানন বাহুলিকর

দ্বারা লিঙ্গ উদ্ধারে যত্ন পর হইয়াও প্রভুর উত্তোলনে অসমর্থ হইল। সেইখানে রাবণ বারম্বার সুদারুণ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এবং শিবের প্রীতির জন্য নিজের নবতি সংখ্যক মস্তক দ্বারা তথায় হবন করিল। তখন রাবণের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভূতনাথ কহিলেন, রাবণ! আমার ব্যাকের অন্যথা করিয়া ভূমিতে লিঙ্গ রাখা তোমার উচিত ছিল না। অতএব হে দশানন! তুমি এখন নিজ আলয়ে গমন করতঃ সুখে বাস কর। আমি এই স্থানে তব নামানুসারে অবস্থান করিব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদ্যদের দ্বারা সত্য সত্যই পূর্ব্বে আমার এই লিঙ্গ পূজিত হইয়াছে, তজ্জন্য বৈদ্যনাথাভিধ এই লিঙ্গ সর্ব্বকাম দায়ক হইবে, এবং এই হরীতকীবন "মহাক্ষেত্রত্ব" প্রাপ্ত হইল। আমি তোমার প্রীতির জন্য এই খানেই অবস্থান করিব। ইহাতে তোমার কীর্ত্তি নিশ্চয় থাকিবে। রাবণ তখন এইরূপ শিবোক্তি শ্রবণানন্তর অতীব দুঃখান্তঃ-করণে লঙ্কাপুরীতে গমন করিল। অদ্যাবধি তথায় বিরাজমান হইয়া চিন্তামণি সদৃশ বৈদ্যনাথ মহেশ্বর ভক্তগণের কামনা পূর্ণ করিতেছেন। যাঁহারা হরীতকী বনস্থ বৈদ্যনাথ দেবকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিয়া থাকেন তাঁহাদের পুণ্য আমি ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহারা (দেহান্তে) সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত হইয়া বৃষভারোহণে শিব-লোক গমন পূর্ব্বক শিবের সহিত আনন্দ সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন! হে মুনে! এইরূপে পূর্ব্বে মহাদেবের ভক্তিযুত আরাধনা করিয়া দশানন অতুল সম্পদ লাভান্তর দেবতাদেরও উন্নত হইয়াছিল যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক রাবণের এই তপোবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন তাঁহার ঘোর পাপাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি—

এই স্থান কলিকাতা হইতে ২০৫ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী নাতি ক্ষুদ্র নগর। ইহা হিন্দুভক্তগণের নিকট কৈলাস সদৃশ চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ মহাপবিত্র ক্ষেত্র। আবার তদ্রূপ প্লীহা, যকৃৎ, ক্ষয় রোগাদিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান, এবং কবিগণের চক্ষে ইহা প্রকৃতি দেবীর শান্তিময় বিরাম কুঞ্জ! প্রকৃত পক্ষে এই শৈলমালা বিমণ্ডিতা—কানন কুন্তলা-প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি দর্শনে অশান্ত প্রাণেও মহাশান্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। এই নগরকে "যমুনা জোড়" নামে কৃশকায়া তরঙ্গিণী চন্দ্রশেখরের ললাটস্থিত দ্বিতীয়ার নব চন্দ্রকলার ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া সতত প্রবাহিতা। বিবিধ দেবতার মন্দির থাকা প্রযুক্ত এই স্থান অধুনা (দেবগৃহের অপভ্রংশ) দেওঘর নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। পৌরাণিক যুগ হইতে বৈদ্যনাথ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তদ্‌যথা—শ্রীমদ্দেবীভাগবতে।

"আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী।"

ভাবার্থ:—শ্রীমদ্দেবীভাগবতে গৌরীনামাষ্টকতে বৈদ্যনাথাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আরোগ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মহাকালে মহেশ্বরী ইত্যাদি—

শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথ দেবের জ্যোতির্ল্লিঙ্গত্ব সম্বন্ধে॥

এই স্বর্গোপম পবিত্র ভারতবর্ষে ভগবান্ ভবানীপতি দ্বাদশ স্থানে দ্বাদশ নামে, দ্বাদশ জ্যোতির্ল্লিঙ্গরূপে অবস্থিত। আর্য্যগণের পক্ষে এই দ্বাদশ স্থান মহাক্ষেত্র বলিয়া নমস্য এবং পূজ্য। এই বৈদ্যনাথ

দেবের মহালিঙ্গ সেই দ্বাদশ জ্যোতির্ল্লিঙ্গের একটীতে পরিগণিত। পূর্ব্বেই শিব পুরাণোক্ত বচনে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত দ্বাদশ জ্যোতির্ল্লিঙ্গ স্তোত্রে তাহা আরও বিশদভাবে প্রকাশিত হয়।

যথা :—

পূর্ব্বোত্তরে প্রজ্জ্বলিকা নিধানে
সদাবসন্তং গিরিজা সমেতম্ ॥
সুরাসুরারাধিত পাদপদ্মং
শ্রীবৈদ্যনাথং ত মহং নমামি ॥

ভাবার্থঃ—পূর্ব্বোত্তর কোণায় প্রজ্জলিকা স্থানে (বোধ হয় চিতা ভূমির নামান্তর) গিরিজার সহিত সদা বিরাজমান এবং দেবাসুরের দ্বারা পূজিত পাদপদ্ম যে বৈদ্যনাথ তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি।

এই উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা আরও প্রতিপন্ন হয় যে, এই স্থানই তন্ত্র পুরাণেতিহাস সংহিতাদি শাস্ত্রোক্ত সেই বৈদ্যনাথ ক্ষেত্র,তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের ঠিক পূর্ব্বোত্তর কোণেই বঙ্গদেশ। এতদ্দ্বারা পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত বৈদ্যনাথের জ্যোতির্ল্লিঙ্গত্ব প্রমাণিত হয় না।

উপরোক্ত প্রমাণে এবং "পূর্ব্ব-সাগর-গমিন্যাদি" শিব পুরাণোক্ত বচন দ্বারা ইহাই যে প্রকৃত বৈদ্যনাথ ক্ষেত্র তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। (শঙ্কর দিগ্বিজয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দ্বিতীয় সর্গে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান কেরল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং সেই

কেরল যে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত তাহা বৃহৎ বাচস্পত্যে প্রকাশিত আছে। আরও রঘুবংশ মহাকাব্যে রঘুরাজের দিগ্বিজয় বর্ণনে দক্ষিণস্থ কেরলের পরিচয় পাওয়া যায়)।

অথ লিঙ্গ শব্দব্যুৎপত্তি মাহস্কান্দে

আকাশং লিঙ্গ মিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
প্রলয়ে সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গ মুচ্যতে॥

ভাবার্থ ঃ—আকাশ অর্থাৎ অনন্তকেই লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। এবং পৃথিবীই তাঁহার পীঠিকা বা আধার স্বরূপ। প্রলয়কালে সর্ব্ব দেবগণের তাহাতে লয় হয় বলিয়া তাঁহার লিঙ্গ নাম উক্ত হইয়াছে।

'শিবলিঙ্গ শব্দের তাৎপর্য্য।'

শিব শব্দ কল্যাণবাচক, এবং লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন।

(সামবেদ ছান্দোগ্য উপনিষদে)

"সদেবেদং সৌম্যেদ্ মগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং"
"সৎ নামরূপ বিবর্জ্জিতং। ইত্যাদি

নাম রূপ বিবর্জ্জিতং অস্তিভাতি প্রিয়াত্মকং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নামচেত্যংশ পঞ্চকং।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ং॥

ভাবর্থি ঃ—অস্তি, ভাতি, প্রিয়, রূপ, আর নাম এই পঞ্চাংশের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটাকে ব্রহ্মের এবং শেষোক্ত দ্বয়কে জগতের

রূপ বলিয়া জানিবে। অতএব প্রিয় যাহা তাহাই কল্যাণ বা শিব, সুতরাং শিবলিঙ্গের অর্থ ব্রহ্মের চিহ্ন।*

"ব্রহ্মের উপাসনা করা কর্ত্তব্য"

তজ্জলানইতি জ্ঞাত্বা শান্তঃ সন্নুপাসীত ইতি শ্রুতিঃ।

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া শান্তভাবে তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। সাকার দেব দেবীর উপাসনা করিতে হইলে তৎপ্রতিবিম্ব স্বরূপ প্রতিমাতে তাঁহারা উপাস্য। নিরাকার ব্রহ্মের আধার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন। যেরূপ নিরাকার ব্রহ্মের মুখ, নাসিকা, হস্ত পদাদি অবয়ব নাই সেইরূপ তাঁহার চিহ্ন শিবলিঙ্গেরও কোনও প্রকার অবয়ব নাই। সেই হেতু নিরাকার জগদীশ্বরের উপাসনার আধার শিবলিঙ্গ। যথা :—

শিবৈকো ব্রহ্মরূপত্বান্নিষ্কলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
রূপিত্বাৎ সকলস্তদ্বত্তস্মাৎ সকল নিষ্কলঃ॥
নিষ্কলত্বান্নিরাকারং লিঙ্গং তস্য সুসঙ্গতং।
সকলত্বাত্তথাবেরং সাকারং তস্য সঙ্গতং॥

ইতি শিবপুরাণম্।

ভাবার্থ :—একমাত্র শিবেরই "ব্রহ্মত্ব ব্যঞ্জক" নিরাকার রূপ শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সগুণত্বাৎ তিনিই আবার তেমনই রূপবান্। তজ্জন্য তিনি সাকার এবং নিরাকার। অতএব তাঁহার

---

* (এইরূপ প্রথা প্রায় অন্যান্য বিবিধ জাতিদের মধ্যেও প্রদর্শিত হয় যে "ব্রহ্মের" বা অনন্তের একটা চিহ্ন নিরূপণে তাঁহাকে উপাস্যে কল্পিত করা যায়। যথা মুসলমানেরা অনন্তের চিহ্নকে ৺ অর্দ্ধচন্দ্রকারে ও "ক্রুশনামক চিহ্নকে" খ্রীষ্টিয়ানেরা অনন্তের চিহ্ন নিরূপিত করিয়া তাহার উপাসনা করেন)॥

নিষ্কলত্বাৎ নিরাকার পূজায় লিঙ্গই সুসঙ্গত এবং সকলত্বাৎ তাঁহার সাকার পূজায় প্রতিমা সঙ্গত বলিয়া শিবপুরাণে উক্ত হইয়াছে।

লিঙ্গং বেরং চ মে তুল্যং যজতাং লিঙ্গমুত্তমং।
তস্মাল্লিঙ্গং পরং পূজ্যং বেরাদপি মুমুক্ষুভিঃ॥

ইতি শিবপুরাণম্।

ভাবার্থ ঃ—শিবপুরাণে মহাদেব স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, লিঙ্গ এবং প্রতিমা যদিও আমার সমান, তথাপি আমার লিঙ্গেরই অর্চ্চনা করিবে। তজ্জন্য মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রতিমা হইতে লিঙ্গই শ্রেষ্ঠ পূজার্হ।

অন্যচ্চ ঃ—

বিগুণং সগুণং বাপি সফলং লিঙ্গ পূজনম্।
প্রতিমাদি কৃতা পূজা বিগুণা সফলা নহি॥

ইতি পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে।

ভাবার্থ ঃ—শাস্ত্রোক্ত বিহিত বা অবিহিত লিঙ্গ পূজা নিষ্ফল ও দোষাবহ হয় না। কিন্তু অবিহিত বা বিধিহীন শিবের প্রতিমা পূজায় সুফল প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাতে বৈগুণ্য সংঘটিত হয়। সদাশিবের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে—

বেদাগম, শ্রুতি,সংহিতা, পুরাণাদি শাস্ত্রনিকর যে ভূতভাবন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে সাদরে নিজ নিজ শীর্ষোপরি, অঞ্জলি বহন করিয়া থাকেন সেই দেবাদিদেব অনাদি চন্দ্রশেখরের ঈশ্বরত্বে বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বে যদিও

সকলেই একমত, তত্রাচ আমি নিজের পাপপুঞ্জ বিনাশার্থ এবং বাণী শুদ্ধির জন্য সদাশিবের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদাত্মক বেদাদি শাস্ত্রলিখিত প্রমাণ ব্যক্ত করিতেছি। ইতি গ্রন্থকারস্য।

তদ্ যথা ঃ—

পিপ্পলাদি ঋষিং প্রতি ব্রহ্মোবাচ—

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং। তস্মৈ বেদাংশ্চ সর্ব্বান্ প্রহিণোতি। চাগ্র্যং তং বৈ প্রভুং পিতরং বেদ ঈশং মমাপি বৈষোজনকং দেবমীড্য।

যোঽস্যান্ত কালে সর্ব্বান্ লোকান্ সংজহ্রে।

স এব রুদ্রো ধ্যেয়ঃ শ্রেষ্ঠো মহিষ্ঠশ্চ॥

ইতি পৈপ্পলাদ্যুপনিষদীয়শ্রুতেঃ।

সোমঃ পবতে জানিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্য্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোঽথ বিষ্ণোঃ।

ইতি ঋগ্বেদ সংহিতায়াং

ভাবার্থ ঃ—পূর্ব্বে যিনি ব্রহ্মাকে ব্রহ্মত্ব পদে কল্পনা করেন তিনিই তাঁহাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে বেদ সকল প্রদান করিয়াছেন। সেই আদিদেব সদাশিব সকল দেবতার জনক ও প্রভু। ব্রহ্মা কহিতেছেন, তিনিই আমার ও বিষ্ণুর উৎপত্তিকর্ত্তা এবং স্তবার্হ। তিনিই কল্পান্তকালে সমস্ত লোককে লয় করেন। সেই একমাত্র রুদ্র, ধ্যেয়, শ্রেষ্ঠ ও মহিষ্ঠ। চন্দ্র, মতি, স্বর্গ, পৃথিবী, অগ্নি, সূর্য্য, ব্রহ্মখণ্ডল ও বিষ্ণুর উৎপত্তিকর্ত্তা সেই পরমপুরুষপরমেশ্বর।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে—

পট পটাদি দর্শনে তাহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা কুম্ভকার এবং তল্লেখক চিত্রকর আছে বা ছিল, যেমন ইহা সকলের মনে অনুমিত হয়, তেমনই গ্রহ নক্ষত্রাদি মণ্ডলাবধি বসুধা সহ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণকর্ত্তা সগুণ জগদীশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার আর কোনও বক্তব্য নাই। কিন্তু পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করিতে হইলে (মোক্ষ পদলাভ করিতে হইলে) প্রথমতঃ নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার ভাবেই ধ্যান এবং উপাসনা করিতে হয়; নচেৎ নিরাকার উপলব্ধি করা সুদুষ্কর। তদ্ যথা ;—

বেদান্ত পরিভাষায়াম্।

নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্পন্তে ("তেনু কম্প্যন্তে
"পাঠান্তরং") সবিশেষ নিরূপণৈঃ ॥

বশীকৃতে যেনজ্ঞেয়াং সদ্‌গুণ ব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধি কল্পনম্ ইতি ॥

ভাবার্থ ঃ—অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত যে ব্যক্তিরা নির্ব্বিশেষরূপে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ হয়, সেই সকল ব্যক্তিরা ব্রহ্মের সবিশেষ নিরূপণের অনুকল্পরূপ সাকারোপাসনা করিয়া থাকে (কিন্তু "তেনুকম্প্যান্তে" এইরূপ পাঠান্তর থাকিলে সে স্থলে বুঝিতে হইবে, যে ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ-আচার্য্যেরা ব্রহ্মের সবিশেষ নিরূপণ দ্বারা উক্ত

অসমর্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন ; তাহারা (ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে অসমর্থ ব্যক্তিরা) সগুণ ব্রহ্মানুশীলনে, অর্থাৎ সাকারানুচিন্তনে মনকে নিজের বশীভূত করার পর, সেই শিব বিষ্ণু প্রভৃতি উপাধিযুক্ত সাকার ব্রহ্ম উপাধি রহিত হইয়া নিরাকার ব্রহ্ম-রূপে তাহাদিগকে সাক্ষাৎদান করিয়া থাকেন বা তাহাদের প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হন।"

অথ সাকার ব্রহ্ম বিষয়ে,

অন্যচ্চ ঃ—

সাকারেণ মহেশানি নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনা দেবি নিরাকারং ন পশ্যতি ॥
সাকার মূলকং সর্ব্বং সাকারঞ্চ প্রপশ্যতি।
অভ্যাসেন মহাদেবি নিরাকারং প্রপশ্যতি ॥

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে নবম পটলে।

ভাবার্থ ঃ—কুব্জিকাতন্ত্রে সদাশিব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, দেবি! (সাধনার প্রথমাবস্থায় সাধকেরা) সাকার বিনা নিরাকারকে লক্ষ্য করিতে পারে না। অতএব সাকারই (সাধনার) মূল। সুতরাং সাকারই দর্শন করিবে! এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা নিরাকার দর্শনে (ব্রহ্মজ্ঞানে) সক্ষমতা লাভ করা যায়।

অন্যচ্চ ঃ—

অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ।
গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা
তথা সর্ব্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে ॥

ইতি কুলার্ণবে ষষ্ঠোল্লাসে।

ভাবার্থ :—কুলার্ণবতন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন যে, উপাসনা কর্ম্মকাণ্ডে ধৃত মনোবেদ্য আকার বিহীন ব্রহ্মকে সাকারে পরিণত করিবে। যেমন গো দুগ্ধ গবীর সর্ব্বাঙ্গজাত হইলেও এক-মাত্র তার স্তন মুখেই নির্গত হয়, তেমনই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপি হইলেও প্রতিমাদিতেই তিনি সুশোভিত হন। (অর্থাৎ প্রতিমাদিতে তাঁহার প্রকাশকে লক্ষ্য করা যায়)।

অথ উপাসনার অবস্থা ভেদ বর্ণন।

(শ্রুতি) "আত্মাবারে মৈত্রেয়ি শ্রোতব্যো-
মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ।"

পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ লাভ করাকপ সাধনার বিষয়ে যোগিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্যমুনি নিজ সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীর প্রতি এই তিনপ্রকার বিধি উপদেশ করেন। "শ্রোতব্য" অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পরমাত্মার বিষয় শ্রবণ করা। "মন্তব্য" অর্থাৎ উক্ত শ্রুত বিষয় অবহিত চিত্তে মনের দ্বারা যুক্তিপূর্ব্বক বিচারে সুস্থির করা। "নিদিধ্যাসিতব্য" অর্থাৎ মনের গতি রোধ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা পরব্রহ্মের বা পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ করা। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা করা যেরূপ সহজ, ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা যোগীদের পক্ষেও অতীব দুঃসাধ্য; অতএব আমাদের মত অল্পবুদ্ধিযুক্ত মানবগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত পরিভাষায় যে সাকারোপাসনারূপ শ্রুতিবাক্য বিধিত্রয়ের অনুকল্প উক্ত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বনীয়। সাকারোপাসনায় "শ্রোতব্যের" অনুকল্প এই যে গুরু প্রমুখাৎ সাধ্যমন্ত্র এবং সাকার ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতির উপদেশ শ্রবণ করা এবং মন্তব্যের অনুকল্প

তৎ উপদেশানুরূপ স্বীয় হৃৎপদ্মাবস্থিত পরমাত্মাকে মনের দ্বারা নিশ্চিতানুভব পূর্ব্বক তাঁহার সাকারানুকল্পিত মূর্ত্তি শ্বাসমার্গে বহির্গত করণান্তর নিজ সম্মুখস্থ বিহিতাধারে সংস্থাপন করিয়া বাহ্যোপচারে পূজনাদি করা, আর "নিদিধ্যাসের" অনুকল্প এই যে, সেই স্বসম্মুখাবস্থিত সাকার ব্রহ্ম বা সকল পরমাত্মার বাহ্য বিসর্জ্জনে সংহার মুদ্রায় শ্বাসমার্গে নিজাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া স্বস্থানে অর্থাৎ নিজের হৃৎকমলে স্থাপনব্যপদেশে উক্ত সাকার ব্রহ্মরূপে নিজাত্মাকে অনুভব করা বা অভেদ জ্ঞান করা। এইরূপে সাকার ব্রহ্মের উপাসনার বা সাধনার দ্বারা মুক্তিমন্দির গমনেচ্ছু সাধক আদি, মধ্য, এবং অবসান, ক্রমে তিনপ্রকার অবস্থা বা মুক্তি-মন্দিরাধিরোহণের তিনটী সোপান প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ প্রারব্ধ তথা সাধনার ন্যূনাধিকা বশতঃ ইহজন্মেই বা পর পর জন্মে সাধনাজনিত শাস্ত্রোক্ত স্বর্গ সম্পদাদি প্রাপ্তির সুখাস্বাদন করিতে করিতে উক্ত মুক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন)।

আদি, মধ্য, এবং অবসান ক্রমে সাধনার তিনপ্রকার অবস্থা বা মুক্তিমন্দিরের তিনটী সোপান বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তি দ্বারা বিচার করিলে এইরূপ অনুমিত হয়! সাধকেরা প্রথমাবস্থায় প্রতিমাদিতেই ধ্যান করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভবে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হন। ক্রমশঃ সেই করুণাময় ঈশ্বরের উপাসনা জনিত পুণ্যে বা তাঁহার প্রসাদে মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাধক সেই বিভুকে সর্ব্বব্যাপিরূপে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন। একদিন মধ্য সোপানে দাঁড়াইয়া শৈবকুলতিলক উপমন্যুদেব প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন,—"বিরহীব-বিভো প্রিয়ামযং পরিপশ্যামি ভবন্ময়ং

জগৎ।” বিরহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যেমন জগতের সর্ব্বস্থানে প্রিয়ার সৌন্দর্য্যাদি অনুভব করিয়া থাকে।

যেমন মেঘদূতের বিরহী যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন যথা—

শ্যামা সঙ্গং চকিত হরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং।
বক্ত্র চ্ছায়া শশিনি শিখিনাং বর্হ ভারেষু কেশান্॥
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদী বীচিষু ভ্রূবিলাসান্।

ইত্যাদি—

ইতি উত্তরমেঘে।

তেমনি এই জন্ম কর্ম্মাদিরূপ প্রবাসপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিরহী সাধক জগতের সর্ব্ব স্থানে বিভুর সৌম্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সোপান তখনও তাঁহার একটু উচ্চে ছিল। তখনও তিনি নিজাঙ্গস্থিত কস্তুরীগন্ধবিমোহিত তথা সেই কস্তুরী অনুসন্ধিৎসু-ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছিলেন! নচেৎ বিরহীব বিভো ইত্যাদি দ্বৈধভাব দ্বারা প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু যে শ্রেষ্ঠ সাধক ভগবৎকৃপায় “তত্ত্বমসি” বা “অহংব্রহ্মাস্মি” ইত্যাদি বেদোক্ত মহাবাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বোপরিস্থ শেষোক্ত সোপান প্রাপ্তে মুক্তিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনে সমীপস্থ হন, তাঁহারাই তদ্গত চিত্তে গাহিয়া থাকেন। যথা—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥

ভাবার্থ ঃ—আমিই ঈশ্বর অপর কেহ নহি। আমি শোকাদি রহিত ব্রহ্ম। সচিদানন্দস্বরূপ আমিই ; আমার স্বভাবই নিত্যমুক্ত। অথবা নিত্যমুক্ত স্বভাবযুক্ত এইরূপ যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত সাধক মুক্তি-ভাজন হন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমিই। কিন্তু আমিত্ব বা অহং-ভাব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তারপর তাঁহার কহিবার বা করিবার বিষয় কিছুই থাকে না। কারণ, রসনা যদি শর্করারূপে পরিণত হয়, তবে কি সে শর্করার স্বাদগ্রহণে বা স্বাদ-সুখ বর্ণনে সক্ষম হইতে পারে? সাধকও তখন ব্রহ্ম প্রাপ্ত, জীব-মুক্ত। এই মহাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্যই উপাসনাদি দ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন কর্ত্তব্য। তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে জ্ঞান সর্ব্বত্র দুর্লভ, এবং জ্ঞান বিনা মুক্তিও একান্ত দুর্লভ বস্তু—যথা "ঋতেজ্ঞানান্ন মুক্তিঃ" ইতি শ্রুতিঃ অর্থাৎ জ্ঞানের বিনা মুক্তি হয় না! ইতি—

এই সাকার উপাসনা বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ মুক্তির কারণ হইয়া থাকে, যথা—দেবীসূক্তে।

চন্দ্রার্কাগ্নি বিলোচনে ! কস্ত্বাং নত্বা ন যাতি মুক্তিং ?
ত্বৎপাদ ধ্যান যাগাৎ ত্বৎপাদমর্চ্চয়িত্বা মুক্তিং-
কোবা ন যাত্যুত্তমাং ॥ চন্দ্রার্কাগ্নি বিলোচনে
ইত্যুপলক্ষণম্।

ভাবার্থ ঃ—হে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিময় ত্রিনেত্রধারিণী পরমেশ্বরি ! তোমাকে প্রণাম করিয়া কে না মুক্তিভাজন হইয়া থাকে ? (অর্থাৎ মুক্তিভাজন হয়) তোমার শ্রীচরণের ধ্যান এবং অর্চ্চনার দ্বারা

কাহার অতি উত্তমামুক্তি (নির্ব্বাণ মোক্ষ) প্রাপ্ত না হয় ? (অর্থাৎ নিশ্চিতই হয়) দেবী স্থলে শ্রেষ্ঠ দেবতাকে জানিবে !

অন্যচ্চ

ধ্যানাজ্জননী গর্ভে চ নপুনর্জ্জায়তে নরঃ।

ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে।

ভাবার্থ ঃ—সাকার ব্রহ্মের ধ্যান করিলে মানবের পুনর্ব্বার জননীগর্ভে বাস হয় না। (কিন্তু এই নির্ব্বাণ মোক্ষ ঈশ্বরের কৃপায় জ্ঞান লাভান্তর সাধকেরা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।)

আবার ঐশ্বর্য্যাদি সংসার সুখেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষেও সাকারার্চ্চন বিনা তাহাদের অভিলষিত সুখাদি প্রাপ্ত হয় না। যথা—

বিনা হোমৈর্ন চৈশ্বর্য্যং সিদ্ধির্ন জপনং বিনা।
পূজাং বিনা ন পূজাস্তি সর্ব্বত্র পরমেশ্বরি॥

ইতি পিচ্ছিলা তন্ত্রে একাদশ পটলে।

ভাবার্থ ঃ—পিচ্ছিলাতন্ত্রে দেবীর প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন যে, হোম না করিলে মানব ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় না এবং জপ বিনা সিদ্ধি ও শ্রেষ্ঠার্চ্চন বিনা মানব সর্ব্বত্র পূজা প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ হোমের দ্বারা ঐশ্বর্য্য, জপের দ্বারা সিদ্ধি এবং দেবপূজা দ্বারা সাধক সর্ব্বত্র পূজা লাভ করিয়া থাকে।

অথ সর্ব্বোপাসকানাং আদৌ শিবলিঙ্গ পূজা অবশ্যমেব কর্ত্তব্যমাহ।

তদ্ যথা ঃ—

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্বরাননে॥
পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ।
অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে॥
প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ংপ্রিয়ে॥

ইতি লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে প্রথমপটলে।

ভাবার্থ ঃ—লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে সদাশিব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শাক্তই হউক আর বৈষ্ণব, শৈবাদিই হউক সকলেই পূর্ব্বে বিল্বপত্র দ্বারা শিবলিঙ্গার্চ্চন করিয়া পরে শিবের নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক নিজ নিজ উপাস্য দেবতার পূজনাদি করিবে। ইহার অন্যথায়, অর্থাৎ শিব-পূজাবিহীন অন্য দেবতার পূজায় সকল উপচারাদি মহা অপবিত্র হইয়া থাকে। যতদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে তাবৎকাল প্রত্যহ পরম ভক্তিসহকারে ব্রহ্মময় লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে।

অন্যচ্চ—

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা গাণপোঽথবা।
শিবার্চ্চন বিহীনস্য কুতঃ সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে॥
অনারাধ্য চ মাং দেবি যোঽর্চ্চয়েদ্দেবতান্তরং।
ন গৃহ্ণাতি মহাদেবি শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরং॥

ইতি উৎপত্তিতন্ত্রে চতুঃষষ্ঠিপটলে।

ভাবার্থ:—শাক্ত প্রভৃতি পঞ্চ দেবোপাসকের মধ্যে যাহারা শিবপূজাবিহীন হয় তাহাদের সিদ্ধি কোথায়? অর্থাৎ তাহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। মহাদেব কহিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার আরাধনা না করিয়া অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহার কৃত পূজা উক্ত দেবতা গ্রহণ করেন না; বরং পূজকের প্রতি শাপ প্রদান করিয়া নিজালয়ে গমন করিয়া থাকেন।

অন্যচ্চ—

শিবলিঙ্গং সমুল্লঙ্ঘ্য যোঽর্চ্চয়েদন্যদেবতাঃ।
স নৃপঃ সহ দেশেন রৌরবং নরক ব্রজেৎ॥

ইতি বীর মিত্রোদয় ধৃত স্কন্দপুরাণে।

শিবলিঙ্গার্চ্চনা না করিয়া যে অন্য দেবতার আরাধনা করে সে রাজা দেশের সহিত রৌরব নামক নরকে গমন করিয়া থাকে।

একমাত্র শিবের পূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা করা বা তৃপ্তিসাধন করা হয় যথা—

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে দেবাস্তদ্বাহ্যে যে চ দেবতাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তি কেবলং শিব পূজনাৎ॥

ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যে দেবতারা বাস করেন, তাঁহারা একমাত্র কেবল শিবের অর্চ্চনায় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

অথ শিবপূজা বিনা নিত্য ভোজনাদি নিষিদ্ধমাহ।

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনং।
নচৈবাপূজ্য ভুঞ্জীত শিবলিঙ্গং মহেশ্বরং॥

ইতি প্রাণতোষিণী ধৃত মৎস্য সূক্তে।

ভাবার্থ ঃ—প্রাণ পরিত্যাগ কিম্বা মস্তক ছেদন উভয়ই বরং ভাল, কিন্তু শিবলিঙ্গস্থ মহেশ্বরের পূজা না করিয়া ভোজন করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়।

অথ ত্রৈকালিক শিবপূজাফলমাহ।

প্রাতরুত্থায় যো লিঙ্গং ভক্ত্যা সংপূজয়েৎ সকৃৎ।
কপিলালক্ষদানেন যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ॥
মধ্যন্দিন করে প্রাপ্তে যোলিঙ্গং পরিপূজয়েৎ।
সম্পূর্ণাং পৃথিবীং দত্ত্বা যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ॥
বারুণীমাশ্রিতে সূর্য্যে শিবং সমর্চ্চয়েত্তু যঃ।
গবাং শতসহস্রস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥

ভাবার্থ ঃ—প্রাতরুত্থিত হইয়া যে জন ভক্তিসহকারে একবার মাত্র লিঙ্গ পূজা করে, সে ব্যক্তি লক্ষসংখ্যক কপিলা গোদানের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং মধ্যাহ্নে লিঙ্গপূজা করিলে সমস্ত পৃথিবী দানের ফলভাগী হয়। আর ভাস্করদেব যে কালে বারুণী আশ্রয় করেন (অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে) সে সময়ে লিঙ্গপূজায় লক্ষ গো-দানের ফল লাভ করা যায়।

অথদ্রব্যবিশেষে শিবার্চ্চন ফলমাহ।

বস্ত্রপূতজলৈর্লিঙ্গং স্নপিত্বা মম মানবাঃ॥
লক্ষাণাঞ্চাশ্বমেধানাং ফলমাপ্নোতি সত্তমঃ।
সুগন্ধিচন্দনরসৈর্লিঙ্গমালিপ্য ভক্তিতঃ॥
আলিপ্যতে সুর স্ত্রীভিঃ সুগন্ধৈর্যক্ষকর্দ্দমৈঃ।

ইতি বীর মিত্রোদয় ধৃত স্কন্দপুরাণে।

মহাদেব কহিতেছেন মানবেরা বস্ত্র, পূতজলে আমার লিঙ্গকে স্নান করাইয়া লক্ষসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। সুগন্ধি চন্দন দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক লিঙ্গকে আলেপন করিয়া মানবেরা অমর ললনাগণের দ্বারা সুগন্ধ যক্ষকর্দ্দমে আলেপিত হইয়া থাকে।

অথ শিবপূজা প্রসংশামাহ।

ভক্ত্যা নিবেদিতং শম্ভোঃ পত্রং পুষ্পং ফলং জলং
অল্পাদল্পতরো বাপি তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥
বিহায় সকলান্ ধর্ম্মান্ সকলাগম নিশ্চিতান্।
শিবমেকং ভজেদ্যস্তু মুচ্যতে সর্ব্ব বন্ধনাৎ ॥
যো বা পরকৃতাং পূজাং শিবস্যোপরি শোভিতাম্।
দৃষ্ট্বা সন্তোষমায়াতি দায়ং প্রাপ্নোতি তৎ সমং ॥
অল্পেন বা মহত্বেন পূজিতো বা সদাশিবঃ।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য শিবেন সহ মোদতে ॥

ইতি স্কন্দপুরাণে।

ভাবার্থ :—স্কন্দপুরাণে প্রকাশ আছে যে, ভক্তিপূর্ব্বক পত্রপুষ্প অথবা ফল কিম্বা জল অল্প হইতেও অল্প পরিমাণে মহাদেবে অর্পিত হইলে তাহার পরিমাণ অনন্তে পরিণত হয়। সকল তন্ত্রাদি দ্বারা নিশ্চিত ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়াও যে ব্যক্তি একমাত্র শিবের উপাসনা করে সেজন সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যে জন অন্য ব্যক্তিকৃত পূজাসম্ভার শিবোপরি সুশোভিত দর্শনে চিত্তে সন্তোষলাভ করে, সে উক্ত পূজকের সমান ফলভাগী হয়। অল্প বস্তু অথবা বহুতর বস্তু দ্বারা যে জন শিবার্চ্চন করে

সে ব্যক্তি নিজের কোটি কুল উদ্ধার করিয়া শিবের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

অথ প্রাতঃকৃত্যাদি বিষয়ে

যাহাতে দেবপূজার অঙ্গহানী না হয় তজ্জন্য পূজক মাত্রেরই প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি করা কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে দেবার্চ্চনার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যথা—

প্রাতঃকৃত্যচ ইত্যর্থঃ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে।
যৎকৃত্বাধিকারতাং যাতি যন্ত্র মন্ত্রার্চ্চনাদিষু॥
যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যান্নরকঞ্চ প্রপদ্যতে।

ইতি গৌতমীয়ে।

ভাবার্থ :—যাহাতে যন্ত্র মন্ত্রাদির পূজার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তজ্জন্য গৌতমীয় তন্ত্রে প্রাতঃকৃত্যাদির প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে। ইহা না করিলে সিদ্ধি হয় না; অধিকন্তু নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি ভয়ে এই স্থলে তাহার বিধি উক্ত হইল না। তন্ত্রসার এবং প্রাণতোষিণী প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। প্রাতঃকৃত্যাদি যেমন সকল উপাসকগণের অবশ্যমেব কর্ত্তব্যে পরিগণিত, সর্ব্বপ্রথমে তেমতি চৌরগণেশের প্রবোধার্থ তাঁহার মন্ত্র জপ এবং বীজ বিন্যাসাদি করাও বিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ তিনি সাধকের জপ পূজাদির ফল অপহরণ করিয়া তাহার অর্চ্চনাদি ব্যর্থ করিয়া থাকেন। যথা—

শিব পূজা বিষ্ণু পূজা শক্তি পূজা তথৈব চ।
সর্ব্ব পূজাসু যত্তেজো হরতে গণপঃ স্বয়ম্॥

ভাবার্থ :—শিব বিষ্ণু এবং শক্তি প্রভৃতি সকল দেবপূজার তেজ বাক্‌ফল গণেশ স্বয়ং অপহরণ করিয়া থাকেন।

জপপূজাস্থ যত্তেজস্তত্র চৌরোগণাধিপঃ।
তস্মাচ্চৌর প্রবোধার্থং চৌর মন্ত্র জপেদ্দশ॥
ততস্তু পূজয়েদ্ধীমান্ যস্য যা স্বেষ্ট দেবতা।
চৌর মন্ত্রং বিনা ভদ্রে শান্তিস্বস্ত্যয়নং কুতঃ॥

ভাবার্থ :—জপপূজাদির যে তেজ তাহার অপহরণকারী গণেশ, তজ্জন্য উক্ত চৌরের প্রবোধার্থ তাঁহার মন্ত্র দশবার জপ করা কর্ত্তব্য। তাহার পর বুদ্ধিমানেরা নিজ নিজ উপাস্ত দেবতার পূজনাদি করিবেন এবং সেই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, চৌর মন্ত্রের বিনা শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কোথায়? অর্থাৎ তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে।

অথ চৌর মন্ত্র ন্যাসাদি বিধিঃ। তথাচ তত্রৈব।

ক্রোঙ্কুশ পঞ্চমং বীজং প্রথমে দশধা জপেৎ।
প্রজপ্য সুভগে মাতঃ কপাটং নিঃক্ষিপেত্ততঃ॥

ভাবার্থ :—প্রথমে ক্রোঁ ইতি অঙ্কুশ বীজ দশ-বার জপ করিবে। (যুগগুণে চতুর্গুণ অর্থাৎ ৪০ বার। আদি এবং অবসানে প্রণবরূপ সেতু-দশবার জপনীয়) তারপর কপাট নিঃক্ষেপ করিবে। যথা—

তথাচ তত্রৈব।

হ্রীঁ হ্রীঁ বীজদ্বয়মিতি বিন্যসেন্নয়ন দ্বয়ে।
কর্ণয়োশ্চ তথা হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ নাসাদ্বয়ে তথা॥
মুখো স্ত্রী বিবিধং বীজং নাভৌ ক্লীঁ সুভগেশ্বরি।
হেসৌঃ বীজং লিঙ্গমূলে গুদে ব্লুঁ পরিকীর্ত্তিতম্॥

হূঙ্কারং চ ভ্রূবোর্মধ্যে মন স্থানে তথৈব চ।
এতদেকাদশদ্বারে চৌর মন্ত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ৮

ভাবার্থ :—অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামাযোগে তত্ত্বমুদ্রায় দক্ষিণ ও বামনেত্রে হ্রীঁ বীজ এবং কর্ণদ্বয়েও উক্ত বীজ ন্যাস করিবে। হূঁ বীজ তদ্রূপ নাসাদ্বয়ে ন্যাস করিয়া মুখে ক্রোঁ এইরূপ বিবিধ বীজ ন্যাস করিবে। নাভিস্থানে ক্লীঁ এবং লিঙ্গমূলে হেসৌঃ ও গুহ্যদেশে ব্লুঁ তথা মন স্থানে বা ভ্রূ মধ্যে হূঁ বীজ ন্যাস করিবে—ইতি চৌরমন্ত্রাঃ ॥

অথ প্রথমক্ষেত্র শিবগঙ্গা কৃত্যম্।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর এই অনাদি লিঙ্গের পূজা করিতে হইলে, প্রথমে শিবগঙ্গানামক জলাশয়ে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ও তর্পণাদি করা বিধেয়। দীক্ষিত থাকিলে শূদ্রাদিও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিতে পারে। ইহা সকলেরই পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। পরে পাপপুঞ্জ বিনাশার্থ গো-দানাদি করা কর্ত্তব্য। মন্দিরের অনতিদূরে উত্তরাংশে বহু প্রাচীন জলাশয় অধুনা শিবগঙ্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই জলাশয় সম্বন্ধে শিবরহস্যে মহাদেবের উক্তিতে এইরূপ প্রকাশ হইয়াছে। যথা—

ভবরোগ হরং নাম্না তীর্থং তত্রাস্তি শৈলজে।
আয়ুর্ব্বেদঃ পুরাদত্তো ময়াশ্বিভ্যাং সুপূজিতঃ ॥
স্নাত্বা তস্মিন্ মহাতীর্থে পূতৌ দেবভিষগ্বরৌ।
দেবপংক্তি গতৌ চাপি ভবতাং সোমপীথিনৌ ॥

ইত্যাদি।

ভাবার্থ ঃ—মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন যে, হে শৈলজে! সেই স্থানে (বৈদ্যনাথে) 'ভবরোগহর' নামক তীর্থ বর্ত্তমান আছে। আমি পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিয়াছিলাম। সেই দেববৈদ্য প্রবরদ্বয় উক্ত তীর্থ-স্নানে পবিত্র হইয়া অমর পংক্তিতে উপবেশনান্তর সোমরস পানে সক্ষম হইয়াছিলেন—ইত্যাদি। এই তীর্থজলে অবগাহন করিলে সর্ব্বপ্রকার দুরপনেয় পাপ, তাপ এবং রোগাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে। শিবপূজার্থী ব্যক্তিগণ প্রথম ক্ষেত্রস্বরূপ শিবগঙ্গায় গমন করিয়া তাম্র-পাত্রে কুশ-গঙ্গোদক-পুষ্প তিল এবং ফলাদি হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরাস্য হইয়া সঙ্কল্প করিবে। কিন্তু গুবাক (সুপারি) ফল সঙ্কল্পে ব্যবহার করিবে না। যথা—

হরীতকী ফলং শ্রেষ্ঠং সঙ্কল্পে বিধিপূর্ব্বকম্।
তদভাবে চ রম্ভা বা ন গুবাকং কদাচন॥

ইতি পুরোহিত দর্পণে ধৃত স্থানান্তরে।

ভবার্থ ঃ—সঙ্কল্প করিতে হরীতকীই শ্রেষ্ঠ, তাহার অভাবে কদলী ফল্ দিবে, কিন্তু সুপারী কদাচ দিবে না।

সঙ্কল্প মন্ত্র এইরূপ পাঠ করিবে।

বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তীথৌ অমুক গোত্রস্য মম শ্রী অমুক শর্ম্মণঃ কায়িক বাচিক মানসিক সাংসর্গিক জ্ঞাতাজ্ঞাত নিখিল পাপ ক্ষয় পূর্ব্বক শ্রুতি স্মৃতি পুরাণোক্তি-হাসাগমোক্ত ফল প্রাপ্তি কামনয়া সর্ব্বকামপ্রদ হার্দ্দ পীঠস্থ শ্রীরাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ ক্ষেত্রে শিবগঙ্গায়াং স্নান মহং করিষ্যে। উক্ত জলাদি ঈশানে নিক্ষেপ করিবে। কিন্তু স্ত্রী শূদ্রাদি ওঁ স্থলে নমঃ

উচ্চারণ এবং গোত্রস্থ স্থলে স্ত্রীসকল গোত্রায়া ও শর্ম্মণঃ স্থলে ক্ষত্রিয়গণ বর্ম্মণঃ, বৈশ্যগণ গুপ্তস্য ও শূদ্রগণ দাসস্য ; তথা দ্বিজ স্ত্রিগণ দেব্যাঃ আর শূদ্রা স্ত্রী দাস্যাঃ উচ্চারণ করিবে। শিবগঙ্গা হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা উত্তোলন পূর্ব্বক মস্তকে বিলেপন করিবে তাহার মন্ত্র যথা—

ওঁ ত্বৎ কর্দ্দমৈরতি স্নিগ্ধৈঃ শিবগঙ্গেঽঘনাশনৈঃ।
ময়া বিলিপ্যতে গাত্র' তেন মে হর পাতকম্ ॥

এই মন্ত্রে মৃত্তিকা বিলেপনান্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিবে যথা—

ওঁ শিবগঙ্গে নমস্তুভ্য: সর্ব্বপাপবিনাশিনি।
স্নানং করোমিতত্তোয়ে সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছমে ॥

তারপর ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্নান করিয়া ভস্ম এবং রুদ্রাক্ষ ধারণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গঙ্গাস্নান না করিলে মানব দেবার্চ্চনার অধিকার প্রাপ্ত হয় না তাহা মন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; তজ্জন্য তন্ত্রোক্ত নবাক্ষরী গঙ্গামন্ত্র ১০ বার (যুগ গুণে ৪০ বার) জপ করিয়া গঙ্গাস্নান জনিত ফল লাভানন্তর দেবার্চ্চনাদি করা কর্ত্তব্য।

তদযথা—

গঙ্গাস্নানং বিনা দেবি ন পূজা জপমাচরেৎ।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি গঙ্গাস্নানং বিনা প্রিয়ে ॥
তস্মাদাদৌ জপেদ্বিদ্যাং গঙ্গায়াঃ সুরপূজিতে।
দিনে দিনে জপিত্বাবৈ গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥

প্রণব পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং সমুদ্ধরেৎ।
গঙ্গায়ৈ পরমেশানি ততঃ পদমুদীরয়েৎ॥
পূর্ব্ব বীজদ্বয়ঞ্চোক্ত্বা বহ্নি জায়া সমুদ্ধরেৎ।

এষা নবাক্ষরীবিদ্যা—ইত্যাদি পুরশ্চরণোল্লাসে। মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা॥

অথ ভস্মরুদ্রাক্ষ প্রশংসামাহ।

রুদ্রাক্ষ যস্য দেহেষু ললাটে চ ত্রিপুণ্ড্রকং।
যদি স্যাৎ সচ চাণ্ডালঃ সর্ব্ব বর্ণোত্তমোত্তমঃ॥
যানি তীর্থানি লোকেঽস্মিন্ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চয়াঃ
স্নাতো ভবতি সর্ব্বত্র যল্ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকং॥
সপ্তকোটি মহামন্ত্রা উপমন্ত্রা স্তথৈব চ।
শ্রীবিষ্ণোঃ কোটিমন্ত্রাশ্চ কোটিমন্ত্রাঃ শিবস্য চ॥
তে সর্ব্বে তেন জপ্তাস্যুর্যোবিভর্ত্তি ত্রিপুণ্ড্রকং।
সহস্রং পূর্ব্বজাতানাং সহস্রঞ্চ জনিষ্যতাং॥
স্ববংশজানাং মর্ত্ত্যানামুদ্ধরেদ্ যস্ত্রিপুণ্ড্রধৃক্।

প্রাণতোষিণীধৃত পুরশ্চরণ লহরীতন্ত্রে।

ভাবার্থ ঃ—যে ব্যক্তির অঙ্গে রুদ্রাক্ষ এবং কপালে ত্রিপুণ্ড্র পরিলক্ষিত হয় সে ব্যক্তি চাণ্ডাল হইলেও তাহাকে সর্ব্ব বর্ণের উত্তম হইতেও উত্তম বলিয়া জানিবে। ইহলোকে গঙ্গা প্রভৃতি যতগুলি তীর্থ বিরাজ করেন ত্রিপুণ্ড্র ধারণকারী সেই সব তীর্থের স্নান জনিত পুণ্য প্রাপ্ত হন। সাতকোটি মহামন্ত্র যাহা উক্ত হইয়াছে এবং তদ্রূপ উপমন্ত্র

যতগুলি আছে আর বিষ্ণুর কোটি মন্ত্র মহাদেবের কোটিমন্ত্র এই সমস্ত সমুদয় জপে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল ত্রিপুণ্ড্রধারণকারী ব্যক্তি প্রাপ্ত হন। ত্রিপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি নিজ বংশের পূর্ব্বজাত সহস্র পুরুষ এবং পরজাত সহস্রপুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

অথ ভস্মপ্রকরণম্।

কপিলায়াশ্চ সংগৃহ্য গোময়ং চান্তরীক্ষগম্।
শুষ্কং কৃত্বাথ সন্দাহ্য বিভূত্যর্থং শিবপ্রিয়ৈঃ॥
বিভূতীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বপাপ প্রণাশিনি।
ললাটেঽঙ্গুষ্ঠ রেখা চ আদৌ ভাব্যা প্রযত্নতঃ॥
মধ্যমা বর্জ্জয়িত্বা তু অঙ্গুলিক দ্বয়েন চ।
এবং ত্রি রেখা সংযুক্তো ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
সশৈব শিবজজ্ঞেয়ো দর্শনাৎ পাপনাশনঃ॥

ইতি স্কন্দপুরাণে।

ভাবার্থ ঃ—কপিলা গবীর গোময় ত্যাগকালে শূন্য হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া (যাহাতে ভূমিস্পর্শ না হয়) শুষ্ক হইলে পর দগ্ধ করতঃ শিবের প্রিত্যর্থ বিভূতি বা ভস্ম প্রস্তুত করিবে। উক্ত ভস্ম অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক রেখা এবং তর্জ্জনী ও অনামা দ্বারা দ্বিরেখা এমতে ত্রিরেখাত্মক ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। এইরূপ ত্রিপুণ্ড্র যাহার ললাটে পরিলক্ষিত হয় তাঁহাকে শৈব এবং শিবতুল্য জানিবে, তাঁহার দর্শনে পাপ নাশ হয়। ইত্যাদি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া দেবার্চ্চনাদি করিলে তাহা বিফল হয়। যথা—

সর্ব্বস্ত্রিপুণ্ড্রকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বদা যজ্ঞ ভস্মনা।
তদভাবে চন্দনেন মৃদা বা বারিণাপি চ॥
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম বিনা বিপ্র স্ত্রিপুণ্ড্রকং।
ব্যর্থমেব ভবেৎ সর্ব্বং বন্ধ্যা স্ত্রী সঙ্গমো যথা॥

ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে।

ভাবার্থ ঃ—সকলেই যজ্ঞভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। অভাবে চন্দন, মৃত্তিকা অথবা জলের দ্বারা করিবে, কিন্তু বিনা ত্রিপুণ্ড্র ধারণে ব্রাহ্মণ যে (যজ্ঞার্চ্চনাদি) কর্ম্ম করেন তাহা বন্ধ্যা স্ত্রী সঙ্গমের মত ব্যর্থ হয়—ইত্যাদি। কিন্তু রেখাত্রয়ের বিভিন্নতা বা চন্দনাদি দ্বারা ত্রিপুণ্ড্রে ছিদ্র প্রদান করিবে না। যথা—

সচ্ছিদ্রং কুরুতে যস্ত্রিপুণ্ড্রং পশুমতির্দ্বিজঃ।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষেষু তস্য ছিদ্রং প্রজায়তে॥

ইতি প্রাণতোষিণী ধৃত তন্ত্রান্তরে।

ভাবার্থ ঃ—পশুর মত জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ যদি ত্রিপুণ্ড্রে ছিদ্র প্রদান করে তবে তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষে ছিদ্র সংঘটিত হয়, অর্থাৎ তাহার চতুর্ব্বর্গ নষ্ট হয়, কিছুই অখণ্ড থাকে না ইত্যাদি।

এই স্থানে ভস্মরুদ্রাক্ষাদি ধারণানন্তর সন্ধ্যাকরতঃ গায়ত্রী জপানন্তর, (শিবগায়ত্রী যথা—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নরুদ্রো প্রচোদয়াৎ। ইতি দশধা জপেৎ যুগগুণে চতুর্গুণ সংখ্যা) তর্পণাদি সমাধাপূর্ব্বক গোদানাদি করা কর্ত্তব্য। যথা—

অদত্ত্বা গাং সুবর্ণঞ্চ ন তীর্থফলভাগ্ ভবেৎ।

অর্থাৎ—গো এবং স্বর্ণ দান ব্যতিরেকে তীর্থফল প্রাপ্তি হয় না।

অথ দান বিধিঃ।

পুষ্প চন্দন গ্রহণ করতঃ সালঙ্কৃতা গবীকে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গবে নমঃ এই মন্ত্রে তিন বার পূজন করিবে। কুশোপরি পূর্ব্ববৎ ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণায় নমঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক তিন বার অর্চ্চন করিবে। জলে পূর্ব্ববৎ ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে রুদ্রায় নমঃ বলিয়া পূজন করিবে। পরে কুশত্রয় এবং তিল জলাদি দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যথা—

বিষ্ণুরোম অদ্যেত্যাদি—অমুক শর্ম্মণঃ সর্ব্ব কামপ্রদ শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ ক্ষেত্রাধিকরণক বিধীয়মান স্নানাহ্নিক তর্পণাদি সকল কর্ম্মণাং সাঙ্গতা সিদ্ধিপূর্ব্বক যথোক্ত ফল প্রাপ্তি কামনয়া সালঙ্কৃতামিমাং গাং রুদ্র দেবতাং যথানাম গোত্রায় ব্রহ্মণায়াহং দদে। এই সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণান্তর ব্রাহ্মণকে উক্ত গবী সমর্পণ করিবে। অশক্ত পক্ষে মুল্য দান কর্ত্তব্য। গবী মূল্যের দশাংশ অর্থ দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যথা—দক্ষিণা স্বরূপ রৌপ্যাদির উপর ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতাবদ্দ্রব্য মূল্যক হিরণ্যায় নমঃ বলিয়া সচন্দন পুষ্পে তিন বার অর্চ্চন করিবে। সেইরূপ কুশোপরি ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণায় নমঃ এই মন্ত্রে তিন বার পূজন করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ তিল কুশত্রয় এবং সলিলাদি গ্রহণ করতঃ এই মন্ত্র পাঠে উক্ত দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবে। যথা—ওঁ অদ্য কৃতৈতদ্ গোদান প্রতিষ্ঠার্থমেতাবদ্দ্রব্যমূল্যক হিরণ্যমগ্নিদৈবতং যথা নাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় দক্ষিণা মহং দদে ইতি।

তার পর মন্দিরের দারে উপস্থিত হইয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবে।

অথ পদ প্রক্ষালনে বিশেষ মাহ।

অথ পূজা গৃহদ্বারে উপবিশ্য কুশাসনে।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পাদ প্রক্ষালনং চরেৎ॥
দিবা পূর্ব্বমুখো ভূত্বা রাত্রৌ কুর্য্যাদুদঙ্মুখ।
ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাম্॥

ভাবার্থ ঃ—পূজক পূজা গৃহের দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া কুশাসনে উপবেশন করতঃ উত্তরাভিমুখে পাদ প্রক্ষালন করিবে। দিবাভাগে পূজা করিতে হইলে পূর্ব্বমুখে এবং রাত্রিকালে উত্তর মুখে নিজের পদ ধৌত করিবে ইত্যাদি।

পরে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতঃ তীর্থ পুরোহিতকে বরণ করিবে। যথা—

বাম হস্তে বরণ সামগ্রী এবং দক্ষিণ হস্তে পুষ্প চন্দন কুশত্রয় তথা জল গ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি—শর্ম্মণঃ শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ শিব পূজনাদি কর্ম্ম কারয়িতুম্ অমুক গোত্র অমুক শর্ম্মাণং ব্রাহ্মণমেভিঃ পুষ্পচন্দন-পুগী ফলাক্ষতকটিসূত্রঙ্গুরীয়ক বাসোযুগ দ্রব্যৈ ত্বামহং বৃণে ইতি—তারপর তীর্থ পুরোহিত কহিবেন ওঁ বৃতোঽস্মি, যজমান কহিবেন—ওঁ যথা বিহিতং কর্ম্ম কুরু। তীর্থ পুরোহিত কহিবেন—ওঁ করবাণি। ইতি।

তার পর সম্ভারাদি সংগ্রহপূর্ব্বক গুরুস্মরণ করতঃ দেবাদিদেব সদাশিবের শ্রীচরণারবিন্দ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে দক্ষিণ পাদ পুরঃসর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। যথা

দক্ষ পাদং পুরস্কৃত্য প্রবিশেদ্দেবমন্দিরম্।
ইতি মেরুতন্ত্রে পঞ্চম প্রকাশে।

অর্থাৎ—দক্ষিণ পাদ পুরঃসর পুরুষদেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিবে।

ব্রহ্মময় শিবলিঙ্গের পূজায় জাতি ভেদ রূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। এই জগৎ পিতা পরমেশ্বর আব্রহ্ম চণ্ডালাদির জনক অর্থাৎ সৃষ্টি কর্ত্তা তজ্জন্য দেবাদিদেবের পূজায় জাতি ভেদ নাই কারণ পিতার নিকট সকল সন্তানই সমস্নেহের পাত্র। যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাপ্যনুলোমজঃ
পূজয়েৎ সততং লিঙ্গং তত্তন্মন্ত্রেণ সাদরম্ ॥

ইতি মেরুতন্ত্রে শিবপূজা বিধি প্রকাশে।

ভাবার্থঃ—মেরুতন্ত্রে স্বয়ং সদাশিব প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এমন কি অনুলোমজ প্রভৃতি নীচ জাতিগণ সেই সেই মন্ত্রে (যাহা বেদ তন্ত্র পুরাণাদিতে যথাযোগ্য উক্ত হইয়াছে) আদরপূর্ব্বক লিঙ্গের পূজা করিবে, (কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক নিয়মানুসারে বিধর্ম্মী তথা চাণ্ডালাদি অস্পৃশ্য জাতিকে এই স্থানের শিব মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, তাহাদের প্রদত্ত ফল পুষ্প গঙ্গাজলাদি পূজাসম্ভার তীর্থ পুরোহিতগণ গ্রহণকরতঃ, নিজেরা মহাদেবকে সমর্পণ করিয়া থাকেন)

দেবাদিদেবের পূজা সামগ্রী মধ্যে এখানে গঙ্গাজল এবং বিল্বপত্রই সর্ব্বপ্রধান। যথা—

বৈদ্যনাথ মহালিঙ্গং সকৃদ্দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে।
অনন্তৈরপি পাপাদ্যৈঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥
শৈবাশ্চ সততং ভক্ত্যা বিল্বৈর্গঙ্গাম্ভসাশিবে।
তল্লিঙ্গং পূজয়ন্ত্যেব ভববন্ধন মুক্তয়ে ॥

ইতি শিব রহস্যে ঈশ্বর বাক্যং।

ভাবার্থ :—শিব রহস্যে ভগবতীর প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন যে, বৈদ্যনাথে দেবের মহালিঙ্গ একবার মাত্র দর্শন করিয়া মানবগণ যে পাতকের অন্ত নাই এমন দুরপনেয় পাতক হইতেও মুক্ত হয়, ইহা যে সত্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শিবভক্তেরা ভববন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সেই লিঙ্গকে বিল্ব পত্র এবং গঙ্গা জল দ্বারা পূজা করিবে।

অথ বিল্বপত্র মাহাত্ম্যমাহ।

স্বর্ণপুষ্প সহস্রেণ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তস্মাল্লক্ষগুণং প্রোক্তং ভগ্নৈক বিল্বপত্রকৈঃ॥
ভগ্নস্য বিল্বপত্রস্য সহস্রৈকেন ভাগতঃ।
মৈরুতুল্য স্থবর্ণেন তৎ ফলং নহি লভ্যতে॥

ইতি প্রাণতোষিণীধৃত মাতৃকাভেদতন্ত্রে দ্বাদশপটলে।

ভাবার্থ :—উক্ত তন্ত্রে শিবের উক্তিতে প্রকাশ আছে যে সহস্র স্বর্ণময় পুষ্পে আমার (শিবের) অর্চ্চনা করিলে যে ফললাভ হয় তাহার লক্ষগুণ ফল একটি মাত্র ছিন্ন ভিন্ন বিল্বপত্র দ্বারা আমার পূজা করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি ভগ্ন বিল্ব পত্রের সহস্র ভাগের এক ভাগ ও ফল মেরুপর্ব্বত তুল্য স্বর্ণদানেও প্রাপ্ত হয় না।

অন্যচ্চ—

বিল্বপত্রস্য মাহাত্ম্যং দেবানামপি দুর্ল্লভং।
যো দদ্যাদ্বিল্বপত্রঞ্চ শিবায়ৈ শঙ্করায় চ॥
সদাশিব সমোভূত্বা স গচ্ছেদ্ব্রহ্মমন্দিরং।

ইতি যোগিনীতন্ত্রে।

ভাবার্থ ঃ—যোগিনী তন্ত্রে ভূতনাথ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বিল্ব-পত্রের মাহাত্ম্য দেবতাদেরও অগোচর। যে ব্যক্তি বিল্বপত্র দ্বারা ভগবতী এবং মহাদেবের অর্চ্চনা করে সে শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম মন্দির অর্থাৎ নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

অথ বিল্বপত্রে বিশেষ মাহ।

ফলশূন্যৈর্বৃক্ষজাতৈর্বিল্বপত্রৈর্ন চার্চ্চয়েৎ।

ইতি বরদাতন্ত্রে চতুর্থ পটলে।

ভাবার্থ ঃ—যে বৃক্ষে ফলোৎপন্ন হয় না অর্থাৎ অফলা শিশু বৃক্ষের বিল্বপত্র দ্বারা দেবার্চ্চন করিবে না।

অন্যচ্চ—

বিল্বপত্রস্য প্লবনং বৃন্তং হিত্বা তু প্লাবয়েৎ।
বৃন্তং সংপ্লবনাদেব ফলং হরতি রাক্ষসঃ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে উপবিভাগে মধ্যমখণ্ডে বিংশ অধ্যায়ে।

ভাবার্থ ঃ—বিল্বপত্র জলে ধৌত করিবার সময় তাহার বোঁটা বা বৃন্ত যাহাতে জল ধৌত না হয় এমন ভাবে ধারণ করতঃ জলে নিমজ্জিত করিয়া ধৌত করিবে। তাহার বোঁটা জলে ভিজিলে অর্থাৎ ধুইলে উক্ত বিল্বপত্র দ্বারা দেবার্চ্চনের ফল রাক্ষসেরা গ্রহণ করিয়া থাকে। পূজক তাহা প্রাপ্ত হয় না। ইত্যাদি

আর পুষ্প সকলের মধ্যে ধুতুরার পুষ্পই সদাশিবের অতিশয় প্রিয় সামগ্রী তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

ধুস্তুর সদৃশং পুষ্পং মম জ্ঞানে ন বিদ্যতে।
গোকোটি দানে দেবেশি যৎ ফল' পরমেশ্বরি॥
ধুস্তুরস্য প্রদানেন সমতাং যাতি পার্ব্বতি।

ইতি লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে নবম পটলে।

ভাবার্থ ঃ—মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন যে, ধূতুরা পুষ্পের ন্যায় যে আর কোনও অপর পুষ্প থাকিতে পারে তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর। হে পরমেশ্বরি! কোটি গো দানে মানব যে ফললাভ করে, তাহার সমান ফল একটি মাত্র ধূতুরার পুষ্প দ্বারা আমার অর্চ্চন করিলে প্রাপ্ত হয়। করবীর, অপরাজিতা, এবং পদ্মপুষ্পাদিও শিবপূজায় সুপ্রশস্ত।

শিব পূজায় মন্ত্র এবং বাক্য বিন্যাস তথা যথাশাস্ত্র পূজন-ক্রম বা মুদ্রাদির শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের আবশ্যকতা নাই। এই ব্রহ্মকেশবারাধ্য ব্রহ্মময় পরমেশ্বরের পূজায় কোনও প্রকারে বিল্বপত্র অর্পিত হইলেই শিবত্ব প্রাপ্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। যথা—

শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারোহি নাস্তি তচ্ছিব পূজনে।
যেনতেন প্রকারেণ বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ॥
সর্ব্বসিদ্ধি যুতো ভুত্বা স নরঃ শিব এব হি।

ইতি প্রাণতোষিণী ধৃত।

ভাবার্থ ঃ—শিবপূজায় শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের আবশ্যকতা নাই, যে কোনও প্রকারে বিল্বপত্রের দ্বারা শিবার্চ্চন করিলেই মানব সর্ব্ব-সিদ্ধি যুত হয় এবং শিব তুল্য বিবেচ্য। ইত্যাদি—

তথাপি দেবতা মাত্রেরই পূজা করিতে হইলে কোনও একটি শাস্ত্র পদ্ধতি অবলম্বনীয়, তাহা ভগবৎ বচনে উক্ত হইয়াছে যথা—

বৈদিকী তান্ত্রিকী মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে।

ভাবার্থ ঃ—স্বয়ং ভগবান প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেদোক্ত এবং তন্ত্রোক্ত তথা পুর্ব্বোক্ত উভয় বিধির সংমিশ্রণে মিশ্র এই তিন প্রকার আমার যজ্ঞ উক্ত হইল। অতএব এই বিধি ত্রয়ের মধ্যে যাহাতে যাহার অভিরুচি সে সেই বিধানানুসারে আমায় অর্চ্চিত করিবে। ইত্যাদি—

কিন্তু বেদ মন্ত্রাদি দ্বারা স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি দেবপূজা করিতে পারে না, এবং উক্ত পূজাপদ্ধতিও বৃহদাকার তথা বহু সময়াপেক্ষ আর মন্ত্রশাস্ত্রে শিববাক্য দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে, কলিকালে আগমোক্ত অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত উপাসনাই কর্ত্তব্য এবং তাহাই দেবসন্তোষ জনক ও ফলপ্রদ। যথা—

শ্রুতি স্মৃতি বিধানেন পূজা কার্য্যা যুগত্রয়ে।
আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তী কলৌ চান্য বিধানতঃ।

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে প্রথম পটলে।

ভাবার্থ ঃ—শ্রুতি এবং স্মৃতির বিধি অনুসারে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর যুগে দেবার্চ্চনা করা কর্ত্তব্য এবং কলিযুগে তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে দেবপূজা করিবে, কারণ কলিকালে দেবগণ তন্ত্রোক্ত পূজা ভিন্ন অন্য প্রকারার্চ্চনে সন্তুষ্ট হন না। ইত্যাদি

তজ্জন্য আমি এই স্থলে তন্ত্রকর্ত্তা কুলদানন্দগুরু মহাদেবের

সর্ব্বদেব সন্তোষদায়ক তন্ত্র পদ্ধতি অনুসারেই শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ দেবের সংক্ষেপ পূজাবিধি লিপিবদ্ধ করিলাম।

আগমোক্ত বিধানেন স্ত্রী শূদ্রশ্চৈব পূজয়েৎ।

ইতি তন্ত্র কৌমুদি ধৃত বিশ্বসারে।

অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে স্ত্রী এবং শূদ্রেরাও দেবার্চ্চন করিবে। কিন্তু বিবিধ তন্ত্রে বিবিধ প্রকার পূজনবিধি পরিদর্শিত হয়, তন্মধ্যে যে কোনও একটা মাত্র বিধি গ্রাহ্য হইতে পারে, তাহা স্বতন্ত্র তন্ত্রে সপ্তম পটলে প্রকাশিত হইয়াছে যথা—

পূজা তু বিবিধা প্রোক্তা তা স্বেকতম মাশ্রয়েদিতি।

অর্থাৎ পূজাবিধি বিবিধ প্রকার উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে একটিমাত্র বিধির আশ্রয়ে পূজনাদি করিবে। ইতি—

আর নিত্য পূজা সংক্ষেপ ভাবেই কর্ত্তব্য, তাহা শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা ধৃত সারসমুচ্চয়ে উক্ত হইয়াছে, যথা—

নিত্য পূজা তু সংক্ষেপাৎ কর্ত্তব্যাবৈ দিনে দিনে।
বিস্তারে কস্য বা শক্তিঃ কোবা জানাতি তত্ত্বতঃ॥

ভাবার্থ ঃ—প্রতিদিন নিত্যপূজা সংক্ষেপ ভাবেই করিবে, কারণ বিস্তারভাবে পূজা করিবার শক্তিই বা কাহার এবং এমন তত্ত্বজ্ঞানইবা কাহার আছে? তজ্জন্য আমি জামলাভিদ তন্ত্রোক্ত সংক্ষেপ পূজাক্রম লিপিবদ্ধ করিতেছি। যথা—

আদৌ ঋষ্যাদি বিন্যাসঃ করশুদ্ধি স্ততঃ পরং।
অঙ্গুলি ব্যাপকন্যাসো হৃদাদিন্যাস এব চ॥
তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরং।
ধ্যানং পূজা জপঞ্চেতি সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং ক্রমঃ॥

ভাবার্থ ঃ—জামল তন্ত্রে মহাদেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রথমে ঋষ্যাদিন্যাস তার পর ক্রমে করশুদ্ধিঃ, অঙ্গুলিন্যাস, ব্যাপকন্যাস, হৃদাদি ষড়ঙ্গন্যাস, তালত্রয়, দিগ্বন্ধঃ, প্রণায়াম করণান্তর, ধ্যান, পূজা ও জপের দ্বারা পূজা সমাধা হইয়া থাকে, সর্ব্ব তন্ত্রের এই ক্রম জানিবে ইত্যাদি ।

কিন্তু ইহাতে ন্যাসাদির পূর্ব্বকৃত্য বিধি অর্থাৎ আচমন তথা অর্ঘ্যস্থাপনাদি, যাহা সকল পূজাতে অতিমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা সর্ব্বজনের বিদিত বোধে উক্ত হয় নাই। আমি পূর্ব্বে সেই সব বিষয় প্রকাশ করিয়া পরে জামলোক্ত বচন ক্রমেই পূজা পদ্ধতি প্রকাশিত করিব।

অথ শ্রীশ্রীরাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ শিবপূজা বিধির্যথা।

উত্তরাভিমুখ হইয়া স্বস্তিকাসনে উপবেশনান্তর সকল প্রকার পাপ বিনাশার্থ মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে। তৎপ্রমাণং যথা—

যৎ পূর্ব্বমর্জ্জিতং পাপং তদ্দিনেঽন্য দিনেঽপি বা।
প্রায়শ্চিত্তৈর্নাপনুদেত্তদা পাপং স্মরেদ্ধিয়া ॥
তৎ পাপস্যাপনোদার্থং মন্ত্রদ্বয়মুদীরয়েৎ।

ইতি শাক্তানন্দ তরঙ্গিণ্যাম্।

ভাবার্থ ঃ—যে সকল পাপ পূর্ব্বকালার্জ্জিত এবং সেই দিনের বা পর দিনের অর্জ্জিত, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যে তাহার বিনাশ প্রাপ্ত হইল পূজক বুদ্ধিদ্বারা তাহা অনুভব করিবে, অতএব সেই সকল পাপ বিনাশার্থ এই উভয় মন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রস্তু—

ওঁ দেবত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হূঁ ফট্ চ তে নমঃ॥১॥
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতে শুভাশুভ স্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥২॥

তারপর মানসোপচারে গুরুপূজা সমাধা করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

অথ সঙ্কল্প বিধিমাহ।

তাম্রপাত্র জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে কুশত্রয়, হরীতকী, গন্ধপুষ্প, তিলাদি নিক্ষেপ করিয়া হস্তে ধারণ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি—শর্ম্মণো দীর্ঘায়ুষ্ঠ, বল পুষ্টিনৈরুজ্য মনঃস্বাস্থ্য পূর্ব্বক ঝটিতি স্বাভীষ্ট ফল প্রাপ্তি কামনয়া সর্ব্ব কাম প্রদ হার্দ্দপীঠস্থ সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ শিব পূজনং যথোপকল্পিতোপচারৈরহং করিষ্যে। পরে ঈশান ভাগে উক্ত পাত্রস্থ সলিলাদি ত্যাগ করিবে। ইতি সঙ্কল্প বিধিঃ।

অথাচমন বিধিমাহ।

গোকর্ণাকৃতি হস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ।
তন্ন্যূনমধিকং বাপি পিবঞ্চেদ্রুধিরন্তু তৎ॥

ইতি পুরোহিত দর্পণধৃত।

ভাবার্থ ঃ—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে এই পরিমাণে জল গ্রহণ করিয়া পান করিবে একটা মাত্র যাহাতে মাষকলায় (ধীরীকলায়) নিমগ্ন হইতে পারে ইহার অল্প বা অধিক মাত্রায় উক্ত জল শোণিতের সমতা প্রাপ্ত হয়।

হস্ত প্রক্ষালনান্তর মূল মন্ত্রে (ওঁনমঃ শিবায়) তিন বার পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে জল পান করিবে। শৈবাচমনং যথা শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা ধৃত শৈবাগমে।

প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য মূল মন্ত্রেণ মন্ত্র বিৎ-ইতি।

অর্থাৎ হস্ত প্রক্ষালনান্তর মূলমন্ত্রে আচমন করিবে।

অথ সামান্যার্ঘ্য সংস্থাপন বিধিমাহ।

যথা স্ববামে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডল চন্দন দ্বারা অঙ্কিত করিয়া, পরে একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে উক্ত মণ্ডলের পূজা করিবে।

তারপর ফট্ মন্ত্রে জলের দ্বারা আধার পাত্র প্রক্ষালনান্তর, নমঃ বলিয়া উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে এবং ওঁ মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য পাত্র বিমল সলিল দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ তীর্থের সামান্যার্ঘ্য জলে আবাহন করিবে। মন্ত্রস্ত যথা—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

পরে হূঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রায় অবগুণ্ঠিত ও বং ইতি [illegible] ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃত করণ (অর্থাৎ উক্ত সলিলকে অমৃতময় চিন্তা করিয়া) মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন করিবে এবং ওঁ ইতি মন্ত্র তাহার উপরে দশবার জপ করিবে। ইতি সামান্যার্ঘ্য বিধিঃ॥

অথ আত্মশুদ্ধি বিধানমাহ।

মূল মন্ত্রে (ওঁ নমঃ শিবায়) সামান্যার্ঘ্য জল তত্ত্ব মুদ্রায় (দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধা ও অনামাযোগে) গ্রহণ করতঃ আপনাকে সিক্ত করিবে। ইতি আত্মশুদ্ধিঃ।

অথ দ্রব্যশুদ্ধি বিধানমাহ।

মূল মন্ত্রান্তে ফট্ মন্ত্র যোগ করিয়া (ওঁ নমঃ শিবায় ফট্) সামান্যার্ঘ্য জলে তত্ত্ব মুদ্রার দ্বারা পূজোপকরণ অভ্যুক্ষণ করিয়া হুঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠণ ও বং ইতি মন্ত্রে অমৃতকরণ এবং তদুপরি দশধা মূল মন্ত্র জপ করিবে। পরে গোটাকতক সচন্দনপুষ্প গ্রহণ করাণান্তর ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্ব্ব পূজপোকরণেভ্যো নমঃ উচ্চারণ করিয়া উপচারাদির পূজা করিবে এবং ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ইতি মন্ত্র উচ্চারণান্তর কোনও সলিলস্থ পাত্রে সচন্দনপুষ্প নিঃক্ষেপ করিবে এই ক্রমে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় সাম্ব শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ এমতে তিনবার অর্চ্চনা করিবে। ইতি দ্রব্যশুদ্ধিঃ।

অথ সূর্য্যার্ঘ্যদান বিধিমাহ।

যথা—

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা সুরেশ্বরীমিতি॥

তন্ত্রসারধৃত নন্দিকেশ্বর সংহিতায়াং।

ভাবার্থ:—উক্ত তন্ত্রে বিশ্বনাথ শঙ্কর প্রকাশ করিয়াছেন যে যে পর্য্যন্ত মহাত্মা ভাস্কর দেবকে অর্ঘ্যদান করা না হয় তাবৎ কাল বিষ্ণু, মহাদেব; বা ভগবতীর অর্চ্চনা করিবে না। ইতি—

অতএব ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো ইত্যাদি মন্ত্রে লোকসাক্ষী সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইতি সূর্য্যার্ঘ্য দান বিধি।

অথ দ্বারপূজাবিধিমাহ।

যথা—

অশক্তৌ দ্বারমেকস্মিন্ কল্পয়েদ্বা চতুষ্টয়ম্।
অভাবে মনসাকল্প্য দ্বারাণেতৎ সমাচরেৎ॥

ইতি গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে।

ভাবার্থঃ—(সকল দেবতার বিষয়ে চতুর্দ্বার পূজা করা কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে)। যে ব্যক্তি প্রত্যেক দ্বার পূজায় অশক্ত হন তাঁহারা এক দ্বারের বা চতুদ্বারের সেই স্থানে কল্পনা করিয়া দ্বার পূজা করিবেন; আর চতুদ্বারের যে স্থলে অভাব সে খানেও মনের দ্বারা দ্বারচতুষ্টয়ের কল্পনা করিয়া দ্বারার্চ্চন সমাধা করিবে। ইতি ওঁ নমঃ শিবায় ইতি মন্ত্রে অর্ঘ্যোদকের দ্বারা নিজের বামভাগস্থ ভূভাগ সিক্ত করিয়া দ্বার চতুষ্টয়ের কল্পনা করিবে, দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠা এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা একেকটি সচন্দন পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক (এই স্থলে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে একটি পুষ্প দেবতাকে অর্পণ করিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠা এবং তর্জ্জনীযোগে "জ্ঞানমুদ্রা" দ্বারা সমর্পণ করিবে)। যথা—

পুষ্পং সমর্পয়েদ্দেব্যৈ মুদ্রয়াজ্ঞান সজ্ঞয়া।
অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী যোগাজ্জ্ঞানমুদ্রেয় মীরিতা॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলে।

কিন্তু বহু পুষ্প হইলে অঞ্জলিদ্বারা দেবতাকে অর্পণ করিবে আর ফল পুষ্পাদি যে ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই ভাবে দিবে কিন্তু বিল্বপত্র উপুড় ভাবে চাপাইবে।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শিবস্য দ্বারদেবতা গণেশাদিভ্যো নমঃ

এই মন্ত্রে পূজা করিবে। এই স্থলে কীর্ত্তিমুখ ভৈরবের পূজা করা কর্ত্তব্য কারণ তাঁহার পূজা ব্যতিরেকে শিবার্চ্চনের ফল প্রাপ্তি হয় না তজ্জন্য মহাদেবের পূজার পূর্ব্বে দ্বারদেশে এই গণ-দেবতার পূজা করিবে যথা—

তদা প্রভৃতি দেবেশ দ্বারে কীর্ত্তিমুখঃ স্থিতঃ।
পূজনীয়ো বিশেষেণ সগণঃ শিব পূজনে॥
নার্চ্চয়ন্তীহ যে পূর্ব্বং তেষামর্চ্চা বৃথা ভবেৎ।

ইতি শিবপুরাণম্।

ভাবার্থ ঃ—তদবধি (অর্থাৎ যে সময় হইতে তিনি শিবের বর লাভ করিয়াছেন) দেবাদিদেব মহাদেবের দ্বারদেশে কীর্ত্তি-মুখ অবস্থান করিতেছেন, সেই শিবগণ কীর্ত্তিমুখ শিবার্চ্চনায় বিশেষভাবে পূজনীয়, পূর্ব্বে তাঁহার পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি শিবারাধন করেন তাহার অর্চ্চনা বৃথা হয়। (জালন্ধর দৈত্যের প্রতি ক্রোধ দৃপ্ত শিবের ভ্রূমধ্য হইতে এই মহাগণের উৎপত্তি হইয়াছে) অতএব পূর্ব্ববৎ সচন্দন পুষ্প গ্রহণ করিয়া ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কীর্ত্তিমুখায় নমঃ এই মন্ত্রে কল্পিত দ্বারদেশে তাঁহাকে অর্চ্চিত করিবে। সেইরূপ মন্দিরাভ্যন্তরে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ এবং ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া উভয় দেবতার পূজা করিবে।

অথ আসন পরিগ্রহ বিচারমাহ।

তীর্থস্থানে বা সিদ্ধপীঠাদিতে আসন পরিগ্রহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ থাকা প্রযুক্ত অনাবশ্যক বোধে আসন শুদ্ধি প্রকরণাদি এই স্থলে উক্ত হইল না।

যথা—

তীর্থে আসন সংস্থাপ্য উপবিশ্য জপেত্তু যঃ। *
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥

ইতি কামধেনু তন্ত্রে দ্বাত্রিংশপটলে।

ভাবার্থ:— মহাদেব কহিতেছেন যে দেবি! যে ব্যক্তি তীর্থ স্থানে আসনে বসিয়া মন্ত্রজপাদি কর্ম্ম করে তাহার জপ এবং পূজাদি সকল ক্রিয়া বৃথা অর্থাৎ বিফল হইয়া থাকে।

তথাচ তত্রৈব ত্রয়ত্রিংশপটলে।

অন্যচ্চ—

সিদ্ধপীঠেষু তীর্থেষু আসনেন বিশেৎ সুধীঃ।
ন তীর্থফলমাপ্নোতি তীর্থত্যাগং তদা ভবেৎ॥

ভাবার্থ:—সিদ্ধ পীঠে বা তীর্থে বুদ্ধিমানেরা আসনে উপবেশন করিবে না, তাহাতে অর্থাৎ আসনে উপবিষ্ট হইলে তীর্থফল লাভ হয় না এবং তীর্থ তাহাদিগকে (আসনে যাহারা বসেন) ত্যাগ করিয়া থাকেন।

অথ বিঘ্নান্নুৎসারণ বিধিমাহ।

ওঁ নমঃ শিবায় ইতিমন্ত্রে দিব্য (পলকহীন) দৃষ্টি দ্বারা দশদিক্ অবলোকনে দিব্যবিঘ্ন নিবারণ এবং অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রে শূন্য দেশে অর্ঘ্যোদক উৎক্ষিপ্ত করিয়া ব্যোমবিঘ্ন আর বামপার্ষ্ণি (বাম পদতলের পশ্চাদ্ভাগ) ঘাতত্রয় দ্বারা ভৌম বিঘ্ন নিবারণ করিবে। তারপর ফট্ ইতি সপ্তাভিমন্ত্রিত বিকির অভাবে অক্ষতের দ্বারা নারাচ মুদ্রায় (অনামা মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠাযোগে) নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষেপ করিয়া গৃহান্তর্ব্বিঘ্ন শান্তি করিবে।

---

* তীর্থেষ্বাসন মাস্থায় মম স্থলে অয়ং পাঠঃ সাধীয়ান্।

মন্ত্র যথা—

ওঁ অপসর্পন্তুতে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ।
যেভূতাঃ বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

ইতি বিঘ্নোৎসারণম্।

অথ গুর্ব্বাদি প্রণামবিধি।

কৃতাঞ্জলি পুটোভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ।
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপর গুরুন্তথা॥
দক্ষেপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধি দেবং বিভাবয়েৎ।

সর্ব্বদিক্ষু সাধার প্রজ্বলিত ঘৃত প্রদীপ স্থাপনান্তর, অর্থাৎ কৃতাঞ্জলীবদ্ধে নিজের বাম ভাগে গুরুত্রয়ের প্রণাম করিবে, যথা—ওঁ গুরুভ্যোনমঃ। ওঁ পরম গুরুভ্যোনমঃ। ওঁ পরাপর গুরুভ্যোনমঃ। দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ। মধ্যে ওঁ নমঃ শিবায় সাম্ব-শ্রীমদ্বীবণেশ্বর বৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ।" ইতি প্রণামবিধি।

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে যথা—ওঁ নমঃ শিবায় অস্য মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। অঙ্গুষ্ঠা এবং অনামা দ্বারা ন্যাস করিবে যথা—শিরসি ওঁ বামদেব ঋষয়েনমঃ। মুখে—ওঁ পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ॥ ইতি ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

অথ করশুদ্ধি।

ফট্ মন্ত্রে গন্ধ পুষ্পের দ্বারা উভয় করতল মার্জ্জনান্তর ঈশানভাগে

মর্দ্দিত পুষ্প ত্যাগ করিয়া জলদ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ইতি অঙ্গুলিন্যাসঃ।

অথ ব্যাপকন্যাস।

ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে।
চতুর্মূর্ত্তিবপুশ্ছায়াভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে॥

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া মস্তকাবধি চরণ পর্য্যন্ত এবং চরণাবধি মস্তক পর্য্যন্ত লইবে। এইরূপে সপ্ত বারে ব্যাপক সম্পন্ন হয়। ইতি ব্যাপকন্যাস।

অথ হৃদাদিষড়ঙ্গন্যাস।

তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অনামাদ্বারা ওঁ হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া নিজের হৃদিস্পর্শ করিবে এইরূপ মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা নং শিরসে স্বাহা ইতি শিরসি। অঙ্গুষ্ঠা দ্বারা মং শিখায়ৈ বষট্ ইতি শিখা। দক্ষিণ হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা বাম বাহুমূল ও বাম হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শে শিং কবচায় হুঁ ইতি কবচে। তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠাদ্বারা বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ইতি নেত্রে। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হস্তের করতলে মৃদু আঘাত করিবে। য়ং অস্ত্রায়ফট্। ইতি অস্ত্রায়।

অথ তালত্রয় এবং দিগ্বন্ধঃ।

নিজ মস্তকের উপরি ভাগস্থ শূন্যে ঊর্দ্ধোর্দ্ধ ক্রমে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে তিনবার আঘাত করিবে। ইহাকে তালত্রয় কহে। যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পঞ্চমোল্লাসে।

তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাঞ্চ বামপাণিতলে শিবে।
ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রিতয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনং ততঃ।

অস্ত্রেণাচরেদিতি শেষঃ। দিগ্বন্ধনমিতি নারাচ মুষ্ট্যুদ্ধৃত তর্জ্জন্যা দশদিশি অস্ত্রমন্ত্রন্যাসঃ।

তালত্রয়ের বিধি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তাহার প্রমাণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে তাহার নিম্নদেশে সন্নিবেশিত হইল। উক্ত তন্ত্রে দিগ্বন্ধনের সম্বন্ধে এইমাত্র প্রকাশ আছে যে, তারপর অস্ত্রেণ অর্থাৎ ফট্-মন্ত্রের দ্বারা তাহার আচরণ করিবে; কিন্তু নারাচ মুদ্রাযুত দক্ষিণ হস্তে বদ্ধ মুষ্টির তর্জ্জনী উদ্ধৃত করিয়া দশদিশিতে অস্ত্রমন্ত্রন্যাস করিতে হয়, তাহা শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণির পঞ্চমপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে যথা—

আচ্ছাদ্য দিক্ষু তর্জ্জন্যা জ্যেষ্ঠামূলাদি তালকা।
অস্ত্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা দিশাং প্রাগাদি বন্ধন॥

এবং অস্ত্রমন্ত্র উক্ত থাকায় অনেকে কেবল ফট্ এইমাত্র মন্ত্রে দিগ্বন্ধন সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু সে স্থলে অস্ত্রায় ফট্ এইরূপ মন্ত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাহা অগস্ত্য সংহিতার একাদশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা—অস্ত্রায় ফড়িত্যুক্তাভ্রাময়েদ্দক্ষিণং করমিতি।

ইতি তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধনং

অথ প্রাণায়াম বিধিমাহ।

কেবলমাত্র প্রণবের অথবা মূলমন্ত্রের দ্বারা প্রাণায়াম করা বিধেয়। মূলাধার পদ্মে নিজের মনকে নিবেশিত করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষনাসাপুট ধারণপূর্ব্বক ষোড়শ বার প্রণব কিম্বা মন্ত্রজপ করিতে করিতে বামনাসায় বায়ুপূরণ করিবে (ইহা পূরক) এবং দক্ষিণ করের অনামা ও মধ্যমাদ্বারা বামনাসাপুট ধারণপূর্ব্বক বায়ু রোধ করিয়া চতুঃষষ্ঠিবার পূর্ব্ববৎ জপ করিবে (ইহাকে কুম্ভক বলা যায়) পরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ মুক্ত করিয়া দ্বাত্রিংশ বার পূর্ব্ববৎ জপ করিতে করিতে

দক্ষনাসা দ্বারা বায়ু নির্গত করিবে (ইহা রেচক) প্রথমে এইরূপ মধ্যে ইহার বিপরীত এবং অন্তে পূর্ব্ববৎ এইরূপ তিনবারে প্রাণায়াম সম্পন্ন হয়।

ইতি প্রাণায়াম বিধিঃ ॥

অথ ধ্যানম্।

কুর্ম্ম মুদ্রাদ্বারা সচন্দন রক্ত পুষ্প গ্রহণ করিয়া নিজের হৃদয়স্থ দ্বাদশ দল অনাহত পদ্মে নিম্নোক্ত ধ্যানানুসারে পরমেশ্বরের সাকার মূর্ত্তির চিন্তা করিবে যথা—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরা ভীতিহস্তং প্রসন্নং ॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্র কৃত্তি
র্বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্

করস্থ পুষ্প নিজের মস্তকোপরি স্থাপনান্তর স্বহৃদয়স্থ পরমাত্মাকে ধ্যানোক্ত শিব স্বরূপ চিন্তা করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে ইতি—

অন্তঃ পূজাং বিনা দেবি বাহ্য পূজা বৃথা ভবেৎ।

ইতি সনৎকুমার তন্ত্রে ভাবার্থঃ—অন্তঃপূজার বিনা বাহ্য পূজা বৃথা হয়। ইতি—

অথ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন বিধিমাহ।

অন্যান্য পাত্র স্থাপনে অশক্ত হইলেও সামান্যার্ঘ্য এবং বিশেষার্ঘ্য

অবশ্যই স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কেবল একমাত্র পাত্র স্থাপন দোষাবহ। তাহা তন্ত্রসারধৃত নব রত্নেশ্বরে উক্ত হইয়াছে যথা—

একপাত্রং ন কর্ত্তব্যং যদি সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
মন্ত্রাঃ পরান্মুখা যান্তি আপদশ্চ পদে পদে॥
ইহলোকে দরিদ্রঃস্যাৎ মৃতে চ পশুতাং ব্রজেৎ।

ইত্যাদি।

ভাবার্থঃ—সাক্ষাৎ মহাদেব হইলেও তাহার একপাত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য নয়, ইহাতে অর্থাৎ একমাত্র পাত্র স্থাপনে সাধকের প্রতি মন্ত্র বিমুখ হন এবং পূজককে প্রতিপদে আপদে আক্রমণ করে আর ইহলোকে সে দরিদ্র হয় এবং মৃত্যুর পর পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শিবপূজায় বিশেষার্ঘ্যে শঙ্খ স্থাপন করিবেন না যথা—

সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽজঃ শিব-সূর্য্যার্চ্চনং বিনা।

অর্থাৎ শিব এবং সূর্য্যের পূজা ভিন্ন অন্যান্য দেবপূজায় শঙ্খকে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

স্ববামে সামান্যার্ঘ্যবৎ মণ্ডলাঙ্কিত করতঃ ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে মণ্ডলের পূজা করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা আরোপন করিবে, পরে ফট্ মন্ত্রে তাম্রাদি পাত্র প্রক্ষালনান্তর ত্রিপদিকার উপরে স্থাপন করিবে। তারপর নমঃ ইতি মন্ত্রে গন্ধপুষ্প বিল্বপত্র দুর্ব্বাক্ষতাদি উক্ত পাত্রে নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু দুর্ব্বা সম্বন্ধে এখানে বিচারের আবশ্যক আছে। প্রথমতঃ শ্বেত দুর্ব্বা দান নিষিদ্ধ, পরে সগর্ভ নিগর্ভ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যথা—

গর্ভযুক্তা চ যা দুর্ব্বা দীয়তে হরমস্তকে।
শিবদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ সপ্তজন্ম নয়ন্ধ্য ॥

ইতি শ্যামাসপর্য্যাধৃত স্মৃতৌ।

ভাবার্থ :—দুর্ব্বার গর্ভ মোচন না করিয়া উক্ত সগর্ভা দুর্ব্বা মহাদেবের মস্তকে অর্পণ করিলে পূজক শিবদ্রোহী এবং কৃতঘ্ন হইয়া সপ্তজন্ম অধো গমন করে। (ইহাতে বুঝাযায় স্থানান্তরে দেবপূজনে সগর্ভা দুর্ব্বা এবং পিতৃপূজনে নিগর্ভা দুর্ব্বা প্রদান করা প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইলেও শিবের পূজায় নিগর্ভা দুর্ব্বাকে প্রশস্ত বিবেচনা করিবে।

আর অর্ঘ্য বিষয়ে ত্রিপত্রা দুর্ব্বা গ্রাহ্য হইয়া থাকে যথা—"

সপ্তপত্রান্বিতা দুর্ব্বা হোম কর্ম্মণি শস্যতে।
অন্যত্র পঞ্চপত্রস্যাৎ ত্রিপত্রাচার্ঘ্য কর্ম্মণীতি ॥

ইতি স্বতন্ত্রতন্ত্রে

ভাবার্থ :—সপ্তপত্র সংযুক্তা দুর্ব্বা হোম কর্ম্মে এবং অন্যান্য কর্ম্মে পঞ্চপত্র যুক্তা তথা ত্রিপত্রযুক্তা দুর্ব্বা অর্ঘ্য কর্ম্মে সুপ্রশস্তা। ওঁ নমঃ শিবায় ইতি—

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ বিশেষার্ঘ্যপাত্র বিমল জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে।

পরে এক একটি গন্ধ পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে। যথা—ত্রিপদিতেমং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ। বিশেষার্ঘ্য পাত্রে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। তৎ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। তারপর ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব ইত্যাদি মন্ত্রে সামার্ঘ্যবৎ অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডলস্থ তীর্থের আবাহন

করিবে। পরে আবাহনী মুদ্রায় স্ব হৃদয়স্থ মহাদেবকে বিশেষার্ঘ্যে আবাহন করিবে যথা—ওঁ নমঃ শিবায় সাম্ব শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ শিব ইহাবহ ইহাবহ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ। ইতি—

হূঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, বং মন্ত্রে অমৃতিকরণ, বষট্ মন্ত্রে গলিণীমুদ্রা প্রদর্শন, বৌষট্ মন্ত্রে উক্ত জল প্রদর্শন, বড়ঙ্গ মন্ত্রে সকলীকরণ (হৃদাদি ষড়ঙ্গন্যাসে দ্রষ্টব্যঃ)। ওঁ নমঃ শিবায় এতে গন্ধ পুষ্পে সাম্ব শ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ ইতি মন্ত্রে উক্ত জলে শিবের পূজা করিবে, তারপর মৎস্য মুদ্রায় উক্ত পাত্র আচ্ছাদনান্তর অষ্টবার মূল মন্ত্র (ওঁ নমঃ শিবায়) জপ করিবে এবং উক্ত পাত্র হইতে জল প্রোক্ষণী-পাত্রে লইয়া সেই জলে (মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) নিজ মস্তকে ও পূজার উপকরণাদিতে অভ্যুক্ষণ করিবে (ছিটাইয়া দিবে)।

ইতি বিশেষার্ঘ্য স্থাপনম্।

অথ পীঠপূজা।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের পরেই পীঠ পূজা প্রকরণ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিশেষত্ব যন্ত্র পূজাদিতেই পরিদর্শিত হয় যথা—শ্যামাপ্রদীপধৃত ভৈরবতন্ত্রে "এবং যন্ত্রেঽপি পীঠস্য পূজা কার্য্যা-বিচক্ষণৈঃ।"

অর্থাৎ (পূর্ব্বে যে ক্রম উক্ত হইয়াছে) এবং ক্রমে যন্ত্রেতে বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পীঠের অর্চ্চনা করিবে—ইত্যাদি। তজ্জন্য তাহার লিঙ্গ পূজায় বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি যদি কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, পীঠ পূজা না করিলে পূজার অঙ্গহানী হওয়া সম্ভব, অতএব লিঙ্গ পীঠেই

যন্ত্রের কল্পনা করিয়া উক্ত স্থলে পীঠ পূজা করা কর্ত্তব্য। যে কারণে তাঁহাদের মনঃপূতের জন্য সংক্ষেপ পীঠ পূজা ক্রম উক্ত করিলাম, ইহার আচরণে পূজার অঙ্গহানীর আশঙ্কা থাকিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। যথা—

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠাঙ্গ দেবতাভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠাঙ্গ শক্তিভ্যো নমঃ॥

ইতি পীঠপূজা বিধিঃ।

অথ পুনর্ধ্যানম।

মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সুষুম্নাবর্ত্মনা সুধীঃ।
আনীয় তেজঃ স্বস্থানান্নাসিকারন্ধ্র নির্গতম্॥
করস্থ মাত্রিকাম্ভোজে চৈতন্যং পুষ্প সঞ্চয়ম্।
সংযোজ্য যন্ত্রমধ্যে তৎ স'স্থাপ্যাবাহয়েত্ততঃ॥

ইতি আগমকল্পদ্রুমে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে (পূর্ব্ববৎ কুর্ম্মমুদ্রাদ্বারা পুষ্প গ্রহণান্তর ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করিয়া) মূল মন্ত্রোচ্চারণে স্বহৃদয়স্থ তেজময় শিবরূপধৃক্ পরমাত্মাকে প্রবহমান নাসাপুটে সুষুম্না মার্গদ্বারা বহির্গত চিন্তা করিয়া করস্থ পুষ্পে (প্রজ্বলিত প্রদীপ হইতে বর্ত্তিকাযোজিত প্রদীপান্তরবৎ) লইয়া মহাতেজোময় লিঙ্গস্থ পরমেশ্বরে সংযোজিত করিবে। পরে আবাহনাদির বিধি উক্ত আছে, কিন্তু এখানে তাহার আবশ্যক নাই।

তদনন্তর পূজা বিধেয়—

আমি এস্থলে সাধারণের জন্য সংক্ষেপ পঞ্চোপচার পূজা বিধি উক্ত করিলাম; কিন্তু বিত্তানুসারে দশোপচার, ষোড়শোপচার কিম্বা দ্বাত্রিংশোপচারে ঈশ্বরের পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বিত্ত শাঠ্য কদাচ করিবে না। ষোড়শোপচারাদি বিষয় গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্য। গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে এখানে তাহা উক্ত করা হয় নাই।

পঞ্চোপচার যথা।

গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেব চ।
অখণ্ডং ফলমাসাদ্য কৈবল্যং লভতে ধ্রুবম্।

ইতি তন্ত্রসারঃ।

এক্ষণে এই পঞ্চোপচার পূজা যাহাতে বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটী বিষয় সাধারণের জ্ঞাতার্থ প্রকাশ করিলাম। এই সকল বিষয় জ্ঞাত থাকিলে অন্যান্য সকল দেবদেবীর পূজার সাহায্য পাওয়া যায় এবং পূজার জন্য শাস্ত্রোক্ত ফল লাভের আশা করা যায়।

প্রথমে দেখা আবশ্যক এই যে, দেবতাকে উপচারাদি প্রদান করিতে হইলে তাহার অর্থাৎ দ্রব্যপ্রদানের বাক্যের নিয়ম কি? যথা—

আদৌ মূলং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্দেয়ং সমুচ্চরেৎ।
সম্প্রদানং তদন্তে তু ত্যাগাত্মকপদং ততঃ॥
এবং ক্রমেণ দেবেশি উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।

ইতি তন্ত্রসারধৃতকুলার্ণবে।

ভাবার্থ :—প্রথমে মুল মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া তারপর দ্রেয় বস্তুর নামোল্লেখ করতঃ পরে পূজ্য দেবতার নামোচ্চারণান্তর ত্যাগাত্মক পদ উচ্চারণ করিবে। মহাদেব কহিতেছেন হে দেবেশি এই ক্রমে উপচারাদি দান করা বিধেয়।

অন্যচ্চ।

মুলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ।
দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ ত্যাগাত্মকমনুং স্মরেৎ
পাদ্যাদ্যৈঃ পূজয়েদ্দেবী যথাবিভব বিস্তরৈঃ॥

(দেবীত্যুপ লক্ষণ) ইতি গুপ্তসাধন তন্ত্রে চতুর্দ্দশপটলে।

ভাবার্থ :—মুলমন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া তবে দেয় দ্রব্যের নামোচ্চারণ করিবে তারপর পূজ্য দেবতার (চতুর্থ্যান্ত) নামোচ্চারণ করতঃ ত্যাগাত্মক মন্ত্র স্মরণ করিয়া যেরূপ বিভব তদনুসারে পাদ্যাদি উপচারদ্বারা দেবীর পূজন করিবে। (দেবীস্থলে স্বেষ্ট দেবতাকে বুঝিতে হইবে।)

প্রথমে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে মুল মন্ত্র কি ?

তদ্ যথা—জাবাল ঋষিং প্রতি মহাদেব উবাচ—

শৈবো মন্ত্রো জপনীয়ঃ ওমিত্যগ্রেব্যাহরেৎ।
নমঃ ইতি পশ্চাত্ততঃ শিবায়েত্যক্ষরত্রয়ং॥

ভাবার্থ:—শৈবগণ জপনীয় মন্ত্রে প্রথমে ওঁকার উচ্চারণ করিবে, তারপর নমঃ পদ প্রয়োগ করিয়া শিবায় ইতি ত্র্যক্ষর উচ্চারণ করিবে। ইত্যাদি

এই মন্ত্র ষড়াক্ষর হইল এবং ইহার প্রণব ত্যাগ করিলে শিব

পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে পরিণত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রদ্বয় শিবের মহামন্ত্র বলিয়া তন্ত্রাদিতেও উক্ত হইয়াছে। তাহা তন্ত্রসারাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অথ শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র মাহাত্ম্যমাহ।

পঞ্চাক্ষরকোঽয়ং শৈবোমন্তুস্তারকোঽয়ং শৈবোমন্তুঃশৈবস্তারকঃ অয়মেবোপদিশ্যতে মনু রবিমুক্ত শৈবেভ্যঃ সন্ন জীবেভ্য শৈবোঽয়-মেব য স্তারয়তি স এব ব্রহ্মোপদেশঃ ইতি অবিমুক্ত জাবালোপ নিষদি। (ইহার ভাবার্থ অনাবশ্যক)

দেয় বস্তু কি ?

যথা—এতৎ পাদ্যং এইপ্রকারে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়াদি সকল পূজে.পকরণের নামোচ্চারণ করিতে হয়। (ইতি দ্রব্যঃ।)

দেবতার নামোল্লেখের নিয়ম কি ?

যথা—সাম্ব শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথায় শিবায়—(ইতি দেবঃ) (শক্তি সংযুক্ত শিবের পূজা করা কর্ত্তব্য, শক্তিহীন শিবের ঈশ্বরত্ব সম্ভবে না বলিয়া মন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত থাকায় শিবনামের সহিত আদিতে "সাম্ব" পদ সংযোগ করা হইল। (সাম্বশব্দের অর্থ অম্বিকার সহিত)

তদ্ যথা—

শক্তিং বিনা মহেশানি প্রেতত্বং তস্য নিশ্চিতং।
শক্তিসংযোগমাত্রেণ কর্ম্মকর্ত্তা সদাশিবঃ॥

ইতি লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে।

ভাবার্থঃ—মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন হে মহেশ্বরি! শক্তি বিনা তাঁহার অর্থাৎ শিবের প্রেতত্ব নিশ্চিত জানিবে, এবং শক্তি সংযোগ মাত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব (ঈশ্বরত্ব) সদাশিবে সম্ভাবিত হয়।

দ্রব্যাদির ত্যাগাত্মক মন্ত্র কি ?

তদ্‌যথা—

নমোঽন্তমাসনং দদ্যাৎ স্বাগতং দর্শনং ভবেৎ।
নমোঽন্তংপাদয়োঃ পাদ্যমর্ঘ্যং স্বাহান্তমেব চ ॥
স্বধেত্যাচমনং প্রাজ্ঞে মধূপর্ক তথৈব চ।
তে নৈব মনুনাচামং নমোঽন্তং স্নানমেব চ ॥
নমোঽন্তে বাসসাং প্রোক্তে তথাঙ্গাভরণানি চ।
নমোঽন্তমর্পয়েদ্গন্ধং পুষ্পঞ্চ বৌষড়াত্মকং ॥
নমোঽন্তঞ্চ তথা ধূপং দীপমালাং তথৈব চ।
নৈবেদ্যঞ্চ ততোদদ্যাৎ যথোক্তং বৈ চতুর্ব্বিধম্ ॥
পানার্থ মধুরং বারি দদ্যাদাচমনং পুনঃ।

ইতি গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে চতুর্দ্দশ পটলে

ভাবার্থ ঃ—গন্ধর্ব্বতন্ত্রে সদাশিব কহিয়াছেন যে, অন্তে নমঃ উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে আসন সমর্পণ করিবে অর্থাৎ আসনের ত্যাগাত্মক মন্ত্র নমঃ। সেইরূপ কেবল দর্শন দ্বারা স্বাগত সম্পন্ন হয়। অন্তে নমঃ উচ্চারণ করিয়া চরণে পাদ্য অর্পণ করিবে এইরূপ অর্ঘ্যের ত্যাগাত্মক মন্ত্র স্বাহা আর আচমনের এবং মধুপর্কের স্বধা পুনরাচমনেরও তাহাই, তথা স্নানের, বস্ত্রের ও অঙ্গাভরণের তথা গন্ধদ্রব্যের ত্যাগাত্মক মন্ত্র নমঃ উক্ত হইয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলির ত্যাগাত্মক মন্ত্র বৌষট্ ধূপ, দীপ তথা চতুর্ব্বিধ নৈবেদ্যাদির ত্যাগাত্মক মন্ত্র নমঃ জানিবে, এইরূপ পানের জন্য মধুর সলিলাদি দিবে আর পুনরাচমনীয় অর্পণ করিবে। ইত্যাদি

(প্রথমে মূল) ওঁ নমঃ শিবায় (তারপর দেয় দ্রব্য) এতৎ পাদ্যং (পরে পূজ্যদেবতার নাম) সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথায় শিবায় (অন্তে ত্যাগাত্মক মন্ত্র) নমঃ।

ওঁনমঃ শিবায় এতৎ পাদ্যংসাম্ব শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ—ইহা পাদ্যদানের মন্ত্র উক্ত হইল ; এইরূপ অর্ঘ্যাদি সর্ব্ব উপচার দানে সর্ব্বত্র জানিবে।

অথ পূজোপচার স্থাপন স্থাননিরূপণমাহ।

যথা—নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণম্ ॥
দীপং দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা ন বামতঃ।
বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন তু দক্ষিণে ॥
নৈবেদ্যং দক্ষিণে ভাগে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ।
ইতি জামলে।

সম্মুখ ভাগে গন্ধ, পুষ্প, এবং ভূষণাদি নিবেদন করিবে। দীপ দক্ষিণ ভাগে কিম্বা অগ্রে নিবেদন করিবে, বাম ভাগে দিবে না। এবং ধূপ বাম ভাগে বা অগ্রভাগে নিবেদন করিবে দক্ষিণে প্রদান করিবে না, আর নৈবদ্য দক্ষিণ ভাগে বা সম্মুখে সমর্পণ করিবে পৃষ্ঠভাগে নিবেদন করিবে না। (বাম দক্ষিণ ভাগ দেবতার বলিয়া জানিতে হয়, সাধকের নয়।)

অথ পূজোপকরণ অর্পণস্থান নিরূপণমাহ।

মণ্ডলে কেশরে দেয়ং অগ্রে চ প্রতিমাদিষু।
শিবলিঙ্গে তথা ভোগে পীঠে তদ্দেবতাতনৌ ॥

ভাবার্থঃ—যে স্থলে মণ্ডলাদি অঙ্কিত করিয়া দেবতার

পূজা করা যায় সে স্থলে উক্ত মণ্ডলের কেশরে (কর্ণিকারে) দেয় দ্রব্যাদি সমর্পণ করিবে এবং প্রতিমাদির অগ্রভাগে আর শিবলিঙ্গের উপরিভাগে তথা পীঠস্থলে দেবতার প্রত্যঙ্গে (যেমন চরণে পাদ্য, মস্তকে অর্ঘ্য ইত্যাদি) পাদ্যাদি উপচার অর্পণ করিবে।

অনেক স্থলে দেখা যায় যে, অনেকেই কেবল একমাত্র দক্ষিণ হস্তদ্বারা দেবতার পূজা অর্থাৎ উপচারাদি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রথা এবং দোষাবহ কার্য্য। তদ্‌যথা—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং দেবে দেয়ং মহেশ্বরি।
একহস্তেন তদ্দত্ত্বা সুকৃতং নাশয়েৎ স্বকাম্ ॥
তস্মাদ্বামযুতেনৈব দক্ষিণেন নিবেদয়েৎ।

ইতি কালিকাপুরাণম্।

ভাবার্থ ঃ—কালিকাপুরাণে সদাশিব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন যে, মহেশ্বরি! পত্র, পুষ্প, ফল, কিম্বা জল যাহা কিছু দেবতার প্রদানীয় বস্তু বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা এক হস্তদ্বারা দেবতাকে সমর্পণ করিলে অর্পণকারীর পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে, তজ্জন্য বামহস্ত সংযুক্ত দক্ষিণ হস্তদ্বারা উপচারাদি নিবেদন করিবে।

অথ দ্রব্য দানকালে পঞ্চনখ দর্শন নিষিদ্ধমাহ।

দ্রব্যদানকালে যাহাতে হস্তের পঞ্চনখ দেবতার প্রত্যক্ষ না হয় তজ্জন্য একটি বা দুইটি নখ গোপন করিয়া অর্চ্চক উপচারাদি দান করিবে, নচেৎ পূজার ফল প্রাপ্ত হয় না। তদ্‌যথা—

নার্চ্চয়েদেকহস্তেন ন পঞ্চনখদর্শনম্।
নিষ্ফলা কীর্ত্তিতা সাহি সর্ব্বত্রাপি ন শোভনম্ ॥

ভাবার্থ ঃ—একহস্তে পূজন করিবে না বা পঞ্চনথ দর্শন করাইবে না, এই উভয় প্রকার নিষেধ অবহেলনপূর্ব্বক যে পূজা করা হয় তাহা নিষ্ফলা ; এবং উক্তাচার সর্ব্বত্র নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

অথ পূজোপচারদান বিধিমাহ।

অঙ্গুষ্ঠা এবং তর্জ্জনীযোগে (উভয়হস্তের) কুশি ধারণ করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য, আচমনীয়, এবং স্নানীয় সলিলাদি সমর্পণ করিবে।

অথ উপচারদানে বিশেষ বিধিমাহ।

তত্র তত্র জলং দদ্যাদুপচারান্তরান্তরা।

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে।

ভাবার্থ ঃ—সেই সেই স্থলে অর্থাৎ উপচার দানের পরে পরে জল দেবতাকে সমর্পণ করিবে।

অথ পূজোপচারদানম্।

স্নানীয়ং (কর্পূর চন্দন পুষ্পাদিযুক্ত গঙ্গোদকে অথাতে সামান্যার্ঘ্যোদকে) ওঁ নমঃ শিবায় ইদং স্নানীয় গঙ্গোদকং (বা স্নানীয়োদকং) পশুপতয়ে নিবেদয়ামি নমঃ। এই মন্ত্রে দেবাদিদেবকে স্নান করাইয়া পরে মূলমন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জল সমর্পণ করিবে। এইরূপ প্রত্যেক উপচার দানান্তরে জল সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। (পার্থিব শিবপূজায় সকল উপচার দানের পূর্ব্বে স্নানীয় সমর্পণের বিধি দৃষ্টে এই স্থলেও সর্ব্বপ্রথমে স্নানীয় নিবেদন বিধি উক্ত হইয়াছে)।

পাদ্যং—(সচন্দনপুষ্পযুক্ত সামান্যার্ঘ্য জলে) ওঁ নমঃ শিবায় এতৎ পাদ্যং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ। (ইতি চরণে)

অর্ঘ্যং —(গন্ধপুষ্পাক্ষত যব কুশাগ্র তিল সর্ষপ বিল্বপত্র দুর্ব্বাদি সংযুত বিশেষার্ঘ্যজলে) ওঁ নমঃ শিবায় এষোর্ঘঃ সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় স্বাহা। (ইতি শিরসি)

আচমনীয়কং (জাতীফল লবঙ্গ কর্পূর কঙ্কোল গন্ধপুষ্পাদিযুক্ত সামান্যার্ঘ্যোদকে) ওঁ নমঃ শিবায় ইদং আচমনীয়ং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় স্বধা। (ইতি শ্রীমুখে)

স্নানীয়ম্—(গন্ধপুষ্পাদিযুক্ত গঙ্গোদকে বা বিশেষার্ঘ্যোদকে) ওঁ নমঃ শিবায় ইদং স্নানীয় গঙ্গোদকং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ। (ইতি সর্ব্বাঙ্গে) গন্ধং (মধ্যমা অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাবে চন্দনাগুরু কর্পূর তমাল বালকুঙ্কুম রক্তচন্দন কুড় এই শৈবাষ্ট গন্ধ সকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া অথবা চন্দনাদি যথালাভ গন্ধ লইয়া) ওঁ নমঃ শিবায় এষগন্ধঃ সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় নমঃ। (ইতি সর্ব্বাঙ্গে বিষেশতঃ শ্রীচরণাব্জে) অক্ষতং (চন্দনের ন্যায় ধৌত তণ্ডুল গ্রহণপূর্ব্বক) ওঁ নমঃ শিবায় এতানি অক্ষতানি সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ। (চরণে)

মাল্য—(অঙ্গুষ্ঠা এবং তর্জ্জনীদ্বারা উভয় হস্ত ধারণ করিয়া) ওঁ নমঃ শিবায় এষ মাল্যং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ। (ইতি কণ্ঠদেশে)

বিল্বপত্রং—(চন্দনরসপ্লাবিত বিল্বপত্রের বোঁটা উভয় হস্তের তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠাসংযোগে ধারণে উপুড় করিয়া লিঙ্গোপরি সমর্পণ করিবে।) ওঁ নমঃ শিবায় ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ। (ইতি শিরসি) এইরূপ একাদশ সংখ্যক অথবা যথাশক্তি বিল্বপত্র অর্পণ করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি। (সচন্দনাক্ষতযুক্ত বিবিধ পুষ্প অঞ্জলিবদ্ধ উভয় হস্তে ধারণ পূর্ব্বক) ওঁনমঃ শিবায় এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ সাম্বঃ শ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় বৌষট্ (এইরূপ মস্তকে হৃদয়ে, মূলাধারে, চরণে এবং সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিবে যথা—

পুষ্পাঞ্জলি মনন্যধীঃ।
উত্তমাঙ্গহৃদাধারপাদসর্ব্বাঙ্গকে ক্রমাৎ।

ইতি তন্ত্রসারঃ।

(ওঁনমঃ শিবায় এষ ধূপঃ সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ। গুগ্‌গুলু শর্করা ঘৃতাদিযুক্ত ধূপ, অগ্নিপূর্ণপাত্রে দগ্ধ করতঃ এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া স্ববামভাগস্থিত ঘণ্টাকে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা। এই মন্ত্রে পূজিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অনামা এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধূপ পাত্র উত্তোলন করতঃ ও বামহস্তে ঘণ্টা বাদ্য করিতে করিতে ওঁ বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ আঘ্রেয়ঃ সর্ব্ব দেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এইমন্ত্রে দেবাদিদেবের (লিঙ্গিত) নাসা অবধি চরণের অনতিদূর স্থানে তিনবার ভ্রমণ করাইবে। ইতি ধূপ।

অথ প্রদীপদানবিধিমাহ।

(কর্পূরগর্ভিণী দক্ষিণাবর্ত্ত বর্ত্তিকা গব্যঘৃতপূর্ণ প্রদীপপাত্রে নিমগ্নকরণান্তর প্রজ্বলিত করিয়া উচ্চস্থানে রাখিবে, যাহাতে পৃথ্বীগাত্রে তাপস্পর্শ না হয়। পরে চন্দ্রহাস মুদ্রায় অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া ক্ষৌং মন্ত্রে তদ্দ্বারা দীপশিখা স্পর্শ করাইয়া উৎসর্গ করিবে।) যথা ওঁনমঃ শিবায় এষ ঘৃত প্রদীপঃ

সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ। তারপর ধূপবৎ মহাদেবের ঊর্দ্ধনেত্রাবধি চরণের সন্নিকটস্থ স্থানে সপ্তবার নিম্নোক্ত মন্ত্রে ভ্রমণ করাইবে। মন্ত্রস্তু—ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বত্র-তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতি র্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ইতি দীপদান।

অথনৈবেদ্যদানবিধিমাহ।

(পূর্ব্বের ন্যায় ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণাদি মণ্ডলের পূজনান্তর তদুপরি সাধার নৈবেদ্যপাত্র স্থাপন করিয়া, বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠা ও অনামা দ্বারা নৈবেদ্যপাত্র ধারণ করতঃ দক্ষিণ হস্তে কুশাতে অর্ঘোদক গ্রহণ করিয়া উৎসর্গের দ্বারা নিবেদন করিবে) যথা—ওঁ নমঃ শিবায় এতানি সোপকরণফলমূলাদিযুক্তনানাবিধনৈবেদ্যানি সাম্বশ্রীমদ্রা-বণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় কল্পয়ামি নমঃ। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নৈবেদ্যপাত্রধৃত বাম হস্তের তত্ত্বমুদ্রা উত্তোলন করিয়া তদুপরি দক্ষিণ হস্তে গৃহীত জল ঢালিয়া দিয়া লিঙ্গোপরি সমর্পণ করিবে। (তারপর জল গণ্ডুষ দিবে) ওঁ নমঃ শিবায় এতজ্জলং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। পরে আহুতি মুদ্রা দ্বারা ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা। তদন্তে দক্ষিণ হস্তে গ্রাসমুদ্রা দর্শন করাইবে। তন্মন্ত্রস্তু—ওঁ নমঃ শিবায় নিবেদয়ামি ভগবৎ যুষাণেদং হবির্নমঃ। তারপর পরমেশ্বরকে ভোজনপরায়ণ চিন্তা করিয়া ৩২ বার মূল মন্ত্র জপ করিবে, পরে পূর্ব্ববৎ জলগণ্ডুষ গ্রহণান্তর ওঁ নমঃ শিবায় এতজ্জলং সাম্ব-শ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় অমৃতাপিধানমসি স্বাহা। এই

মন্ত্রে শিবের অগ্রভাগস্থ ভূমিতে উক্ত জল নিঃক্ষেপ করিবে। ইতি নৈবেদ্য দান বিধিঃ।

অথ পানার্থোদকদানবিধিমাহ।

(ইহার পর যদি উপস্থিত থাকে তবে পক্ক বিল্ব, শর্করা, সমরিচ বিজয়া, গঙ্গোদক, দুগ্ধাদি মিশ্রিত বস্ত্রপূত উত্তম পানীয় নিবেদন করিবে ; ইহা মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু।) ওঁ নমঃ শিবায় ইদং বিল্বদুগ্ধশর্করান্বিতবিজয়াদিমিশ্রপানীয়ং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ। (তারপর পান করিবার জন্য মধুর বারি দান করা কর্ত্তব্য।) যথা—ওঁ নমঃ শিবায় ইদং পানার্থ মধুরোদকং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ।

আচমনীয়কং।

(পূর্ব্ববৎ এলালবঙ্গাদিযুক্ত জল লইয়া) ওঁ নমঃ শিবায় ইদং পুনরাচমনীয়ং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় স্বধা।

তাম্বুলং।

(কর্পূরাদিবাসিত তাম্বুল সামান্যার্ঘ্যোদকে উৎসর্গ করিবে।) যথা—ওঁ নমঃ শিবায় এতানি তাম্বুলানি সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বর-বৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ।

অথাবরণার্চ্চন বিধিমাহ।

অতঃপর এক একটি সচন্দন বিল্বপত্র চাপাইবে। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মং শিখায়ৈ বষট্। শিং কবচায় হুঁ। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। য়ং অস্ত্রায় ফট্। (পূর্ব্বে) ওঁ ইদং সচন্দন বিল্ব পত্রং সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ। এবং ক্রমে (ঈশানে) ভবায়

জলমূর্ত্তয়ে। (উত্তরে) রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে। (বায়ুকোণে) উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে। (পশ্চিমে) ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে। (নৈঋতে) পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে। (দক্ষিণে) মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে। (এইবার শিবের সূর্য্যমূর্ত্তির পূজায় বিল্ব পত্র না দিয়া সচন্দন পদ্ম পুষ্প বা রক্ত করবীরাদি ভাস্করের প্রিয় পুষ্পই প্রদান করিবে, কারণ সূর্য্য পূজায় বিল্বপত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যাং বিনায়কম্।
ন দুর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং বিল্বপত্রৈর্দ্দিবাকরম্॥

ইতি তন্ত্রসারধৃত জামলে।

ভাবার্থঃ—জামলে উক্ত আছে যে, অক্ষতের দ্বারা বিষ্ণুর এবং তুলসীর দ্বারা গণেশের তথা দুর্ব্বা দ্বারা ভগবতীর ও বিল্বপত্রের দ্বারা দিবাকরের অর্থাৎ সূর্য্যের পূজা করিবে না। তজ্জন্য সচন্দন পুষ্প গ্রহণান্তর (অগ্নিকোণে) ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ। (পরে সচন্দন দুর্ব্বাদল দ্বারা)

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥

এতানি সচন্দন দুর্ব্বাদলানি সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ।

(তারপর সচন্দনাক্ষত পুষ্প বিল্বপত্রাদিতে নিজের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া) ওঁ নমঃ শিবায় এতানি সচন্দনাক্ষতপুষ্পবিল্বপত্রাণি সাঙ্গায় সায়ুধায় সালঙ্কারায় সবাহনায় সপরিবারায় উমাদেহার্দ্ধ-ধারিণে সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ।

ইত্যাবরণার্চ্চন বিধিঃ।

অথ মন্ত্রজপবিধিমাহ।

এই গ্রন্থাঙ্গের সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন এখানে জপের বিশেষ নিয়মাদি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহা পুরশ্চরণ লহরী তন্ত্রাদিতে দ্রষ্টব্য। সামান্য নিয়ম এই যে, পূর্ব্বে শৈবোক্ত করমালায় ওঁকার রূপ সেতু দশ বার জপ করিয়া সেই ক্রমে অষ্টোত্তর শত বা যথা-শক্তি (ওঁ নমঃ শিবায়) মূল মন্ত্র জপ করিবে, এবং জপকালে মহাদেবের চরণযুগল নিজের হৃদয় পদ্মে চিন্তা করিবে। জপান্তে পূর্ব্বের ন্যায় ওঁ ইতি দশবার সেতু জপ করিয়া বামহস্তে ঘণ্টা এবং দক্ষিণ হস্তে কুশগন্ধাক্ষত সচন্দনপুষ্পোদক গ্রহণান্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে শিবের দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে উক্ত জপ সমর্পণ করিবে। মন্ত্রস্তু—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর।

ইতি মন্ত্রজপবিধিঃ।

অথ প্রণামবিধিমাহু—

(দক্ষিণভাগে শিবের প্রণাম করা বিধেয়) ভূমিতে নিপতিত হইয়া (দণ্ডবৎ) অষ্টাঙ্গ প্রণামকে উত্তম বলিয়া জানিবে।

প্রণাম মন্ত্রস্তু।

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ ইতি

তদনন্তর মুখবাদ্য করিয়া স্তব কবচাদি পাঠ করিবে।

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ—

ওঁ শিবেতি চন্দ্রচূড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ।
পার্ব্বতীপ্রাণনাথেতি বদজিহ্বে নিরন্তরং ॥ ওঁ ॥

ইতি—

অন্যচ্চ—

ওঁ প্রভুমীশ মনীশ মশেষগুণং গুণহীন
বিভোগরলাভরণং।
রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং প্রণমামি
শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥ ১ ॥
গিরিরাজসুতান্বিত-বামতনুং তনুনিন্দিত
রাজিত-কোটিবিধুম্
বিধি-বিষ্ণু-শিরোধৃত-পাদযুগং প্রণমামি
শিব শিব কল্পতরম্ ॥ ২ ॥
শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সন্মুকুটং কটিলম্বিত-
সুন্দর কীর্ত্তি পটম্।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং প্রণমামি ॥ ৩ ॥
নয়নত্রয়-ভূষিত-চারুমুখং মুখপদ্ম-পরাজিত-
কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং প্র ॥ ৪ ॥

বৃষরাজ নিকেতন মাদিগুরুং গরলাশনমাজিবিষাণধরম্
প্রমথাধিপ সেবকরঞ্জনকং প্র ॥ ৫ ॥
মকরধ্বজ-মত্তমাতঙ্গহরং করিচর্ম্মসনাগ-বিবোধকরম্।
বরদাভয়শূলবিষাণধরং প্র ॥ ৬ ॥
জগদুদ্ভবপালননাশকরং ত্রিদিবেশশিরোমণিঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানব-সাধুজনৈকগতিং প্র ॥ ৭ ॥
অনাথং সুদীনং বিভোবিশ্বনাথ পুনর্জ্জন্মদুঃখাৎ
পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিল-দুঃখ-সমূহহরং প্রণমামিশিবং শব-
কল্পতরুম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শিবাষ্টক স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥ ওঁ ॥

অথ শিবকবচম্।

ওঁ রুদ্রোমামগ্রতঃ পাতু পৃষ্ঠতঃ পাতুশঙ্করঃ।
কপর্দ্দীদক্ষিণে পাতু বামপার্শ্বং তথাহরঃ ॥
শিবঃ শিরসি মে পাতু ললাটং নীললোহিতঃ।
নেত্রং মে ত্র্যক্ষরঃ পাতু বাহুযুগ্মং মহেশ্বরঃ ॥
হৃদয়ে চ মহাদেব ঈশ্বরশ্চ তথোদরে।
নাভৌ কুক্ষৌ কটিস্থানে পাদৌপাতু মহেশ্বরঃ ॥
সর্ব্বং রক্ষতু ভূতেশঃ সর্ব্বগাত্রাণি মে হরঃ।
পাশং শূলং চ দিব্যাস্ত্রং খড়্গঞ্চ বজ্রমেব চ ॥

নমস্করোমি ভূতেশং রক্ষ মাং জগদীশ্বর।
পাপেভ্যো নরকেভ্যশ্চ ত্রাহিমাং ভক্তবৎসল ॥
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিকামক্রোধাদপিপ্রভো।
লোভমোহান্মহাদেব রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বর ॥
ত্বং গতিস্ত্বং মতিশ্চৈব ত্বং ভূতিস্তং পরায়ণং।
কায়েন মনসাবাচা ত্বয়ি ভক্তি দৃঢ়াস্তু মে ॥ ওঁ ॥
ইত্যেতদ্রুদ্রকবচং পঠনাৎ পাপনাশনং।
মহাদেবপ্রসাদেন ভৈরবেন চ কীর্ত্তিতং ॥
ন তস্য পাপং দেহেষু ন ভয়ং তস্য বিদ্যতে।
প্রপ্নোতি সুখমারোগ্যং পুত্রমায়ুপ্রবর্দ্ধনম্ ॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী মোক্ষ মেব চ।
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যতে বন্ধনাৎ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপঞ্চ পঠনাদেব নশ্যতি ॥

ইতি রুদ্রজামলে শিবকবচং সমাপ্তং।

অথ আরত্রিক দান বিধিমাহ।

(পঞ্চপ্রদীপ লইয়া পূর্ব্ববৎ প্রদীপ সংস্কারান্তর উৎসর্গ করিবে।) যথা—ওঁ নমঃ শিবায় এষ আরত্রিকং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ। তারপর বামহস্তে ঘণ্টা বাদন পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে আরত্রিক গ্রহণান্তর চন্দ্রশেখরের কল্পিত পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার এবং সর্ব্বগাত্রে সাতবার অল্পদূর হইতে ভ্রমণ করাইবে, তাহার মন্ত্র এইরূপ যথা—

ওঁ কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং
ভুজগেন্দ্রহারং।
সদাবসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানিসহিতং নমামি॥

আরাত্রিক দানাধিঃ।

(এই প্রকার চামরাদিতেও আরত্রিক করা যায়।)

অথ প্রদক্ষিণ বিধিমাহ।

মহাদেবকে স্বদক্ষিণ ভাগে রাখিয়া জল এবং ঘণ্টা ধারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু এখানে দেখা যায় যে, অনেকেই শিবমন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া মণ্ডলাকারে অসংখ্যবার প্রদক্ষিণ দিয়া থাকেন। এইরূপ প্রদক্ষিণে সোমসূত্র, অর্থাৎ লিঙ্গস্থ জল নিঃসরণ স্থান লঙ্ঘন করা হয়, ইহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ প্রথা। যথা—

অর্দ্ধচন্দ্র মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতা।
শিব প্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্র ক্রমেণ তু॥
সব্যাসব্য ক্রমেনৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ।

ইতি জামলে।

ভাবার্থঃ—মহাদেবের প্রদক্ষিণ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত করিবে, মন্ত্রযুক্ত ব্যক্তি অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বাম দক্ষিণে গমন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবে, কিন্তু সোমসূত্র (জল নিঃসরণ স্থান) লঙ্ঘন করিবে না।

অন্যচ্চ।

একং চণ্ড্যা রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে।
চত্বারি কেশবে দদ্যাচ্ছিবে চার্দ্ধ প্রদক্ষিণম্॥

ভাবার্থ ঃ—চণ্ডিকে একবার এবং সূর্য্যদেবকে সাতবার, ৺ গণেশকে তিনবার, তথা বিষ্ণুকে চারিবার এবং শিবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ দিবে বা করিবে। ইত্যাদি—

অথ প্রদক্ষিণ মন্ত্রঃ।

ওঁ যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা শতানিচ।
তানি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে॥

ইতি প্রদক্ষিণম্।

অথাত্মসমর্পণ বিধিমাহ।

(বিশেষার্ঘ্য উত্তোলন করিয়া।)

ওঁ নমঃ শিবায় ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি দেহ ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসুকর্ম্মণা মনসাবাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নয়া যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎসর্ব্বং মে ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ওঁ মাং মদীয়ঞ্চ সকল পরম-দেবতা সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথশিবস্য চরণাম্বুজে সমর্পয়ামি স্বাহা। ॥ ওঁতৎসৎ ॥ উক্ত সলিলাদি শিবোপরি সমর্পণ করিবে।

ইতি আত্মসমর্পণম্।

(কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।)

ওঁ আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জ্জনং।
পূজাবিধিং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

ওঁ যদ্দত্তং ভক্তিভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্‌গৃহাণানুকম্পয়া॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বর।
যৎ পূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥
অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম!
তস্মাৎ কারুণ্য ভাবে ন রক্ষমাং পরমেশ্বর॥

তারপর বরাদি প্রার্থনা করিয়া চণ্ডেশ্বরের পূজা করিবে।

অথ চণ্ডেশ্বর পূজাবিধিমাহ।

ঈশানকোণে পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণাদি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ওঁ এঁ গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায়নমঃ এই মন্ত্রে তাহার পূজা করণান্তর শিবনির্ম্মাল্য পুষ্পাদি কুর্ম্মমুদ্রায় গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। যথা—

ওঁ চণ্ডেশ্বরং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং রক্তাংশুকাঢ্যং
হৃদিভাবয়ামি।
টঙ্কং ত্রিশূলং স্ফটিকাক্ষমালাং কমণ্ডলুং বিভ্রত-
মিন্দুচূড়ম্॥

ধ্যানের পুষ্পাদি মণ্ডলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক হস্তপ্রক্ষালন করিয়া পুনশ্চ শিবনির্ম্মাল্য পুষ্পবিল্বপত্রনৈবেদ্যাদি হস্তে লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে মণ্ডলোপরি চাপাইবে যথা—

ওঁ লেহ্যচোষ্যান্নপানাদি তাম্বূলমনুলেপনং।
নির্ম্মাল্য ভোজিনং তুভ্যং দদামি শ্রীশিবাজ্ঞয়া॥

ওঁ এতানি শিবনির্ম্মাল্যানি চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।

ইতি চণ্ডেশ্বর পূজাবিধিঃ।

অথ অচ্ছিদ্রাবধারণবিধিমাহ।

(ওঁ নমোবিবস্বতেত্যাদিমন্ত্রে সূর্য্যার্ঘদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভাস্করদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে।)

ওঁ যজ্ঞচ্ছিদ্রং তপচ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং পূজনে মম।
সর্ব্বং তচ্ছিদ্রমস্তু ভাস্করস্য প্রসাদতঃ॥

যদি দ্রব্যাদি চাপাইবার থাকে তবে এই মন্ত্রে চাপাইবেন। যথা—

ওঁ হিরণ্যগর্ভগর্ভস্থং হেমবীজসমন্বিতম্।
পঞ্চরত্ন ময়া দত্তং গৃহ্যতাং বৃষভধ্বজ॥

ইতি শিবার্চ্চনবিধিঃ।

(শিব প্রণামান্তর মন্দির হইতে বাহির হইবে।)

অথ—শিবরাত্রৌ শিবপূজায়াং বিশেষমাহ।

মাঘস্য শেষে বা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী সাতু শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী॥

ইতি স্কন্দপুরাণম্।

ভাবার্থঃ—মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে যে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তাহাকেই শিবরাত্রি বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ মাঘ পূর্ণিমার পরের চতুর্দ্দশীই শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।

ইতি স্মৃতি।

ভাবার্থ:—পূর্ব্বদিনের মহানিশাতে চতুর্দ্দশীর অলাভ হইলে, যদি পরদিনে প্রদোষকালে চতুর্দ্দশীর প্রাপ্তি হয়, তবে পরদিনেই শিবরাত্রির ব্রত হইবে।

ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া।
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥

ইতি শিবরহস্যম্।

পার্ব্বতীর প্রতি সদাশিব বলিয়াছেন, স্নান, বস্ত্র ধূপ বা পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চনা করিলে আমি যেরূপ সন্তুষ্ট না হই, একমাত্র (শিব রাত্রির) উপবাসে ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। ইত্যাদি—

পূজনাদির সকল নিয়ম একই প্রকার, তবে উক্ত ব্রতে বিশেষ এই যে, সঙ্কল্পাদি পরে এবং অর্চ্চনার পূর্ব্বে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (কৃতাঞ্জলিঃ) যথা—

শিবরাত্রি ব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলম্।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে॥
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভক্ষেঽহং ভুক্তি মুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর॥

এবং রাত্রিকালে চারি প্রহরে চারিবার পূজা ও চারি প্রহরে বিভিন্ন বস্তুতে স্নান করাইতে হয় তাহার মন্ত্র এবং অর্ঘ্যদানের মন্ত্র আর পৃথক্ জানিবে, তাহা নিম্নে উক্ত হইল।

প্রথম প্রহরে ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ। এই মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র।

ওঁ শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ।
করোসি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর ॥

দ্বিতীয় প্রহরে; ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ। এই মন্ত্রে দধি দ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র।

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদামর্ঘ্যং প্রসীদ উমায়া সহ ॥

তৃতীয় প্রহরে,—ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ। এই মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র।

ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বরঃ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে ॥

চতুর্থ প্রহরে,—ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ। এই মন্ত্রে মধুদ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র।

ওঁ ময়াকৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে ॥

অর্চ্চনান্তে শিবরহস্যোক্ত কথা শ্রবণ স্তবাদি পাঠ এবং রাত্রি জাগরণ করিবে, পরদিন স্নানাদি করিয়া শিবপূজা করতঃ ব্রাহ্মণকে

পূরণ করাইয়া নিজে পারণ করিবে। পারণের জলপান মন্ত্র—যথা—

ওঁ সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥

ইতি শিবরাত্রিঃ।

অথ সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথ শিবস্য ষোড়শোপচারার্চ্চন মন্ত্রমাহ।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কস্তথা স্নানং বসনং ভরণানিচ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনস্ততঃ।
তাম্বুলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া॥
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ।

ইতি তন্ত্রসারঃ।

ভাবার্থ ঃ—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমনীয়, তাম্বুল, অর্চ্চনা, স্তোত্র পাঠ, তর্পণ ও নমস্কার।

অথাসনম্।

ওঁ বিশ্বেশ্বর মহাদেব রাজরাজেশ্বরপ্রিয়।
আসনন্দিব্যমীশান দাস্যেহন্তুভ্যমীশ্বর॥

ইত্যাসনম্।

(ওঁ নমঃ শিবায় ইদং রজতাসনং সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বরবৈদ্যনাথায় শিবায় নমঃ এইরূপ বিধানে অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিবে।)

অথস্বাগতম্।

ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে।
তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে॥

ইদং স্বাগতম্।

অথপাদ্যম্।

ওঁ মহাদেব মহেশান মহাদেব পরাৎপর।
পাদ্যং গৃহাণ মদ্দত্তং পার্ব্বতীসহিতেশ্বর।

ইতি পাদ্যম্।

অর্ঘ্যম্।

ওঁ ত্র্যম্বকেশ সদাচার জগদাদিবিধায়ক।
অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ সাম্ব সর্ব্বার্থদায়ক॥

ইত্যর্ঘ্যম্।

অথাচমনীয়ম্।

ওঁ ত্রিপুরান্তক দীনার্ত্তিনাশ শ্রীকণ্ঠ শাশ্বত।
গৃহাণাচমনীয়ঞ্চ পবিত্রোদক কল্পিতম্॥

ইত্যাচমনীয়ম্।

অথ মধুপর্কম্।

ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণ সুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদমে॥

ইতি মধুপর্কম্।

অথ পুনরাচমনীয়ং।

ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্য শুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং॥

ইতি পুনরাচমনীয়ং।

অথ গোদুগ্ধস্নানম্।

ওঁ মধুরং গোপয়ং পুণ্যং পট্টপূতংপরিষ্কৃতং।
স্নানার্থং দেবদেবেশ গৃহাণ পরমেশ্বর॥

ইতি দুগ্ধস্নানম্।

অথ দধিস্নানম্।

ওঁ দুগ্ধজন্দিবি সুস্বাদু দধিসর্ব্বপ্রিয়ং পরম্।
পুষ্টিদং পার্ব্বতীনাথ স্নানায় প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ইতি দধিস্নানম্।

অথ ঘৃতস্নানম্।

ওঁ ঘৃতং গব্যং শুচিস্নিগ্ধং সুসেব্যপুরিমিচ্ছতাম্।
গৃহাণ গিরিজানাথ স্নানায় চন্দ্রশেখর॥

ইতি ঘৃতস্নানম্।

অথ মধুস্নানম্।

ওঁ মধুরং মৃদুমোহঘ্নং স্বরভঙ্গবিনাশনম্।
মহাদেবেদমুৎসৃষ্টং তব স্নানায় শঙ্কর।

ইতি মধুস্নানম্।

অথ শর্করাস্নানম্।

ওঁ তাপশান্তিকরী শীতা মধুরাস্বাদসংযুতা।
স্নানার্থং দেবদেবেশ শর্করেয়ং প্রদীয়তে।

ইতি শর্করাস্নানম্।

অথ শুদ্ধোকস্নানম্।

ওঁ গঙ্গাগোদাবরীরেবা পয়োষ্ণী যমুনা তথা।
সরস্বত্যাদি তীর্থানি স্নানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

ইতি শুদ্ধোদকস্নানম্।

অথ বস্ত্রম্।

ওঁ বস্ত্রাণি পট্টকূলানি বিচিত্রাণি নবানি চ।
ময়ানীতানি দেবেশ প্রসন্নোভব শঙ্কর ॥

ইতি বস্ত্রম্।

অথাভরণম্।

ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায়তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত ॥

ইত্যাভরণম্।

অথ গন্ধম্।

ওঁ সর্ব্বেশ্বরজগদ্বন্দ্য দিব্যাসন সমস্থিত।
গন্ধং গৃহাণ দেবেশ চন্দনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

ইতি গন্ধম্।

অথ পুষ্পাণি।

ওঁ মাল্যাদীনি সুগন্ধীনি মালত্যাদিনিবৈপ্রভো।
ময়া হৃতানি পূজার্থং পুষ্পাণি প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ইতি পুষ্পাণি।

(ষোড়শোপচারে বিল্বপত্র অনুক্ত থাকিলেও বিনা বিল্ব পত্রে শিব পূজা হয় না, তজ্জন্য তাহার মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।)

অথ বিল্বপত্রাণি।

ওঁ ত্রিগুণং ত্রিগুণাকারং ত্রিনেত্রঞ্চ ত্রিয়ায়ুধম্।
ত্রিজন্মপাপসংহারং বিল্বপত্রং শিবার্পণম্॥

ইতি বিল্বপত্রাণি।

অথ ধূপম্।

ওঁ বনস্পতি রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধউত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ইতি ধূপঃ।

অথ দীপম।

ওঁ আজ্যাক্তবর্ত্তিসংযুক্তং বহ্নিনা দীপিতন্তু যৎ।
দীপং গৃহাণ দেবেশ ত্রৈলোক্যতিমিরাপহ॥

ইতি দীপম্।

অথ নৈবেদ্যম্

ওঁ অপূপানি চ পক্কানি মণ্ডকাবটকানি চ।
পায়সং সূপমন্নঞ্চ নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ইতি নৈবেদ্যম্।

অথ পুনরাচমনীয়।—(মধুপর্কদানের পরে যে মন্ত্র টক হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।)

অথ তাম্বুলম্।

ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদি সুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বূলমিদমুত্তমম্॥

ইতি তাম্বূলম্।

অথার্চ্চনাম্।

ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্॥

ইত্যার্চ্চনাম্।

অথ স্তোত্রম্।

ওঁ শিবেতি চন্দ্রচূড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ।
পার্ব্বতীপ্রাণনাথেতি বদ জিহ্বে নিরন্তরম্॥

ইতি স্তোত্রম্।

অথতর্পণং।

ওঁ নমঃ শিবায়সাম্ব শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনায়
শিবায় তর্পয়ামিস্বাহা।

ইতি মন্ত্রে সামান্যার্ঘোদকে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া তিন বার তর্পণ করিবে।

তৎপ্রমাণং যথা—ধ্যাত্বাজলাঞ্জলিন্ ক্ষিপ্ত্বাতর্পয়েদিষ্ট দেবতাম্।

ইতি ভস্মস্যাবধূতস্য দক্ষাম্বরে।

অথ নীরাজনম্।

ওঁ অগ্নির্জ্জ্যোতী রবির্জ্জ্যোতি-
র্জ্জ্যোতিন্নারায়ণো বিভুঃ।
নীরাজয়ামি দেবেশ পঞ্চ দীপৈঃ মহেশ্বর॥

অথ নমস্কারম্।

ওঁ হেতবে জগতামেব সংসারার্ণব সেতবে।
প্রভবে সর্ব্ববিদ্যানাং শম্ভবে গুরবে নমঃ॥

ইতি নমস্কারম্।

ইতি ষোড়শোপচারপূজা সমাপ্তম্।

এই গ্রন্থের প্রথমে শিবকে সাকার এবং নিরাকারাত্মক নিরূপিত করিয়া পরে নিরাকার ব্রহ্মের সাকারমূর্ত্তিতে শিবরূপই আদি এবং তিনিই যে পরমেশ্বর তাহা বেদাদি প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত করা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মের সাকার উপাসনা দ্বারা তাহার নিরাকারত্ব উপলব্ধি করিয়া যে নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহাও বিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মহামায়া রূপিণী কালী, দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তিও শিব হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা যায় না। কারণ মায়া দ্বারাই ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়াদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন সুতরাং মায়াশক্তি ব্যতিরেকে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সম্ভব হইতে পারে না, তজ্জন্য শিব এবং শক্তির বা মহামায়ার অভেদত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং মহাদেব তন্ত্রে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্ত্যাচ বিনা শিবঃ।
উভয়োরন্তরং নাস্তি চন্দ্র চন্দ্রিকয়োরিব ॥

ইতি শিববাক্যং।

অর্থাৎ শিব বিনা শক্তির এবং শক্তি বিনা শিবের অস্তিত্ব অসম্ভব, যেমন চন্দ্র এবং জ্যোস্নার পার্থক্য নাই তেমতি শিব শক্তিরও অভেদ উপলব্ধি করিবে। ইত্যাদি। এই পরমাশক্তিই আবার গুণত্রয়ের অবিভক্তাবস্থায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকা, তজ্জন্য শ্রুতি তাঁহার এইরূপ মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছেন, যথা—"অজামেকাং লোহিত কৃষ্ণ শুক্লাং বহ্বীঃ প্রজাজনয়িত্রী স্বরূপাং ॥" ইত্যাদি॥ আর বিষ্ণু প্রভৃতিও এই পরমেশ্বরের বিগ্রহান্তর মাত্র, অতএব শিবের সহিত তাঁহাদের ভেদ জ্ঞান করা যায় না। চিন্ময় তথা নিষ্কল, নিরাকার একমাত্র ব্রহ্ম উপাসকগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করতঃ তাঁহাদের সিদ্ধির জন্য স্ত্রীপুরুষাদি নানা বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন—এইরূপ কুলার্ণব তন্ত্রে প্রকাশিত আছে। যথা—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥

ইত্যাদি।

আমি পূর্ব্বে মহাদেবকে সগুণ পরমেশ্বর বলিয়া পরে দুর্গা, বিষ্ণু প্রভৃতির সহিত ঐক্য উক্ত করায়, কেহ যেন গ্রন্থের পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবানুভব না করেন, কারণ আমি একমাত্র ব্রহ্মের আদি স্বরূপ পরমেশ্বর বলিয়া দেবাদিদেবকে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র, তাহা বলিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি তাহার রূপান্তরের প্রতি ভেদ মত প্রকাশ করি নাই। বস্তুতঃ বেদান্ত সিদ্ধ চৈতন্য [illegible]

যাহার দ্বিতীয় নাই তাহার ভেদ জ্ঞানও নিতান্ত অসম্ভব, তবে যেমন একই ব্যক্তিকে ভার্য্যায় স্বামী এবং পুত্রে পিতা, তথা পিতায় পুত্র ভাবে প্রাপ্ত হয় তেমতি মায়োপাধি যুক্ত একমাত্র জগদীশ্বরকে অন্তঃকরণোপাধি যুক্ত জীবেরা শিব দুর্গানারায়ণাদিরূপে চিন্তনান্তর তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে।

যথা—

রুদ্রস্য চিন্তনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃস্যাদ্বিষ্ণুচিন্তনাৎ।
দুর্গায়াশ্চিন্তনাদ্দুর্গা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥
যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেবসঃ।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং স নরো মূঢ়দুর্ম্মতিঃ॥
দেবী বিষ্ণুশিবা দীনা মেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি মুণ্ডমালা তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে।

ভাবার্থ—ইতি মুণ্ডমালা তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে। তাঁহাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে রুদ্ররূপে চিন্তা করিলে তিনি রুদ্র হইয়া থাকেন তেমতি বিষ্ণুরূপে চিন্তা করিলে বিষ্ণু এবং দুর্গারূপে চিন্তা করিলে দুর্গা হন ইহাতে সংশয় নাই। যিনি শিব তিনিই দুর্গা যিনি দুর্গা তিনিই বিষ্ণু এস্থলে যে ভেদজ্ঞান করে সে মূর্খ এবং দুর্ম্মতি বলিয়া বিবেচ্য। অতএব দেবী বিষ্ণু শিবাদি দেবতার একত্ব বা অভেদত্ব চিন্তা করিবে, ভেদজ্ঞানকারী মানব রৌরব নামক নরকে গমন করে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইত্যাদি—

আবার শ্রুতিও একমাত্র চৈতন্যের বিবিধ রূপত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যথা—

ত্বং স্ত্রীপুমানসিত্বং কুমার উতবাকুমারীত্বং জীর্ণেদণ্ডেন
বংচসিত্বংজাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥

ইতি শ্রুতিঃ।

অর্থাৎ—তুমিই স্ত্রী তুমিই পুরুষ এবং কুমারও কুমারী ও তুমিই আবার বৃদ্ধরূপে দণ্ড ধারণান্তর গমন করিয়া থাক, তুমিই বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ তুমিই সর্ব্ব। ইত্যাদি।

অতএব দেবাদিদেবের সম্মুখে ঈশ্বরের মাতৃমূর্ত্তি (এখানের পীঠাধিষ্ঠাত্রী জয় দুর্গার এবং শ্রীমত্রিপুরসুন্দরীর) বিরাজমানা আছেন শিব পূজনান্তর এই পরমা প্রকৃতির পূজা করা কর্ত্তব্য। অতএব এক দেবতার পূজা ক্রমেই সকল দেবতার পূজা উক্ত হইয়াছে, তবে মাত্র ধ্যান, মন্ত্র, এবং ন্যাসাদিতে পার্থক্য আছে কিন্তু এই ক্ষুদ্রাকায় গ্রন্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মন্দিরস্থ সকল দেবতার পূজাক্রম লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তথাপি শ্রীমত্রিপুরসুন্দরী ও এখানকার পীঠাধিষ্ঠাত্রী জয়দুর্গা ও ভগবতী সন্ধ্যা এবং বগলাদেবীর ধ্যান ও মন্ত্র প্রকাশিত হইল।

অথ পার্ব্বতী মন্দিরে বিরাজমানা অষ্টভুজা

শ্রীমত্রিপুর সুন্দরীর ধ্যান।

ওঁ অনাহতে মহাপদ্মে চিন্তয়েৎ পরদেবতাং।
অষ্টভুজাং মহাদেবীং রক্তবর্ণাং ত্রিশক্তিকাং ॥
ধনুর্ব্বাণঞ্চ খড়্গঞ্চ চক্রঞ্চ দধতীং করৈঃ।
পাশাঙ্কুশধরাং দেবীং ব্রহ্মাদিসুর বন্দিতাং ॥

অর্দ্ধচন্দ্রধরাং দেবীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
পদ্মাসনাং মহামায়াং মহাপদ্মাসনস্থিতাং॥
এবং সং চিন্তয়েদ্দেবীং ব্রহ্মমার্গেণ গামিনীং॥
মন্ত্র ঐঁক্লীং সৌঃ॥

অথ পীঠাধিষ্ঠাত্রী জয় দুর্গার ধ্যান।
অতিকালঘনাকারা চন্দ্রার্দ্ধকৃত শেখরা।
কটাক্ষৈঃ শত্রুসংঘাতান্নির্দহন্তী পরাৎপরা॥
ত্রিনেত্রা ভৃকুটীভঙ্গবিত্রাসিত জগত্রয়া।
সিংহধোরণধোরিণ্যা চলচ্চিকুরপল্লবা॥
অষ্টবাহুর্জগদ্ধাত্রী বিকরাল তরাননা।
চক্রং তথাঙ্কুশং চাপং জীবতো বৈরিণঃ শিরঃ॥
সকচং বামপার্শ্বস্থং করেণ দধতীশিবা।
করবালং তথাশঙ্খং বিশিখঞ্চ গদামপি॥
দক্ষিণেন করেণৈব ধারয়ন্তী ভয়প্রদা।
জয়দুর্গা সদাধ্যেয়া ঘোরে সমর মূর্দ্ধনি॥
মন্ত্র-ওঁক্রোঁক্লীঁ শ্রীঁহ্রীং অাঁংস্ত্রীং ছাঁং জয় দুর্গে রক্ষরক্ষ স্বাহা॥

মহামায়া সন্ধ্যা—

যোগিনী তন্ত্রে বিবৃত আছে যে বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপে কামাখ্যার যোনিমণ্ডল বাসিনী মহামায়া কামখ্যা নীলপর্ব্বত পরিত্যাগ

করিয়া সন্ধ্যারূপে এই স্থানে (হার্দ্দপীঠে) বিরাজ করিতেছেন। যথা—অর্জ্জুনের প্রতি কল্যাণ মিত্র মুনির উক্তি। কামরূপং পরিত্যজ্য সা সন্ধ্যা সমুপাগতা। হার্দ্দপীঠং সমাসাদ্য বামকক্রে ইত্যাদি।

দেবীর সর্ব্বপীঠ হইতে কামাখ্যাপীঠই শ্রেষ্ঠ পীঠ। কালিকা-পুরাণে উক্ত আছে যথা—দেবী ক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেঽন্যন্ন তৎসম ইত্যাদি।

সন্ধ্যা দেবীর মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রস্তর ফলকে প্রাচীন লিপিতে এইরূপ খোদিত আছে। "যত্রাসৌ প্রিয় নীল শৈল বসতিং বিস্মৃত্য বাসং ব্যধা। দুস্তানি পরি পূরয়ন্ত্যতি মতি দেবী বিপত্তারিণী" ইত্যাদি

অথ সন্ধ্যাদেবীর ধ্যান।

কামরূপং পরিত্যজ্যহার্দ্দপীঠ সমাগতাং।
ত্যক্তকামাং মহাদেবীং সিংহস্থামসি ধারিণাং॥
রাবণস্য বধার্থায় হার্দ্দপীঠ সমাগতাং।
সন্ধ্যাদেবীং মহামায়াং ভজামোঽভীষ্ট দায়িনীং॥

মন্ত্রস্তু-ওঁ বৈষ্ণব্যৈনমঃ।

অথ বগলাধ্যানম্।

মধ্যে সুধাব্ধিমণি মণ্ডিত রত্নবেদিং।
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং॥
পীতাম্বরা ভরণমাল্য বিভূষিতাঙ্গীং।
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরি জিহ্বাং॥

মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং
বাচং মুখং পদং
স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয়
হ্রীঁ ওঁ স্বাহা ॥

অন্যান্য মন্দিরস্থ সকল দেবদেবীর বা যে যে দেবতার পূজনাদি করিয়া মন্দিরের বহির্ভাগস্থ প্রাঙ্গণে তীর্থ পুরোহিতের সহিত উপবিষ্ট হইয়া দান দক্ষিণা এবং যদি ইচ্ছা হয় বিল্বপত্রের সঙ্কল্পাদি করিবে। বিল্বপত্রের সংখ্যা বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—কোটি সপাদলক্ষং বা সৈকংদশ সহস্রকম্। সমর্প্যবিল্বপত্রাণি সর্ব্বান্ কামান্বাপ্নুয়াৎ॥ অর্থাৎ সপাদ কোটি, সপাদলক্ষ বা একাদশ সহস্র বিল্বপত্র শিবকে অর্পণ করিলে সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। ইত্যাদি। প্রথমে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিয়া নিজে বা পুরোহিতের দ্বারায় বিল্বপত্রের সঙ্কল্প করাইবে। পুরোহিতের দ্বারা সঙ্কল্পের মন্ত্র এইরূপ। যথা—বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি ওঁ অমুক গোত্রস্য মম শ্রীঅমুক শর্ম্মণো ঝটিতি নিজাভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি কামনয়া ওঁ অমুকে মাসি অমুকেঽহ্নি অমুক তিথাবদ্যারভ্য যথাকালম্ এতৎ সংখ্যক বিল্বপত্রাণি হার্দ্দপীঠস্থ শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গোপরি সমর্পয়িষ্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা বা সমর্পয়িষ্যে। ইতি

শিবের প্রিত্যর্থ বা পূর্ব্বের মানস থাকিলে মহাদেবের মন্দিরে ধ্বজা রোপণ বা উচ্ছিষ বন্ধন করিতে হয়। শিব পার্ব্বতীর উচ্ছিষ বন্ধনে এখানে পুরুষ প্রকৃতির চির সম্মিলন ঐক্যভাব প্রকাশে ভক্তচিত্তে বিমল ভক্তি সঞ্চার করে ধ্বজারোপণ সঙ্কল্পমন্ত্র ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র শ্রীঅমুকশর্ম্মা পূর্ব্বাঙ্গীকৃতং (শিব প্রিত্যর্থং

বা) শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ মন্দিরোপরি ধ্বজ মিমমারোপয়িতুমহমুং সৃজ্যে। ততঃ ওঁ অদ্যকৃতৈতদারোপনীয় ধ্বজোৎ সর্গ প্রতিষ্ঠাং/ এতাবদ্রব্য মিত্যাদি বাক্যে তীর্থ পুরোহিতকে তদ্দশাংশ দক্ষিণা দিতে হয়। এবং উচ্ছিষ বন্ধনের সঙ্কল্পে শ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ মন্দিরাগ্রতঃ শ্রীপার্ব্বতী মন্দিরোপরি গ্রন্থি বন্ধনার্থ মিদমুচ্ছিষমিত্যাদি উচ্চারণ করিবে। দক্ষিণাদি পূর্ব্ববৎ।

সামর্থ্যানুস রে শিবপ্রিত্যর্থ ষোড়শ দানাদি করা কর্ত্তব্য।

অথষোড়শদানম্।

ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপান্নমতঃ পরম্।
তাম্বূলছত্র গন্ধঞ্চ মাল্যং ফলমতঃ পরং॥
শয্যা চ পাদুকাগাবঃ কাঞ্চনং রজতং তথা।

ইত্যাদি

প্রথমে ভূমিদান। (ভূমির মূল্য ১২৫ হইতে ৫,৸৵৫ পর্য্যন্ত ওঁ এতে পরিমিতা দদোভূম্যৈনমঃ গন্ধপুষ্পে তিন বার পূজা করিবে এবং ক্রমে ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ পরে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে কুশাদি যুক্ত জলপূর্ণ পাত্র লইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি শর্ম্মণঃ সাম্বশ্রীমদ্রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ শিব প্রীতিপূর্ব্বক ঝটিতি নিজাভীষ্ট ফল প্রাপ্তি কামনয়া এতৎ পরিমিতা মমুং ভূমিং বিষ্ণু দৈবতাং যথা নাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রাদদে। তদ্দশাংশ দক্ষিণা এই রূপ সর্ব্বত্র জানিবে। পরে তীর্থ পুরোহিতের সন্তোষার্থ যথাশক্তি সফল দান দক্ষিণাদি করা কর্ত্তব্য

পূজনাদিতে) যাহা কিছু বৈগুণ্য সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা প্রশমিত হয়। যথা—

সর্ব্বথা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কৃতসাঙ্গত্ব সিদ্ধয়ে।
বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেৎ বতঃ॥

ইতি তন্ত্রসারে॥

ভাবার্থ :—নিজের কৃতপুণ্যাদি কর্ম্মের সাঙ্গত্ব সিদ্ধির জন্য সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। বিপ্রের আরাধনা মাত্রেই বৈগুন্যাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া কৃতকর্ম্মের সাঙ্গতা প্রাপ্তি হয়। ইত্যাদি।

তাহার সঙ্কল্প—

বিষ্ণুরোম অদ্যেত্যাদি-শর্ম্মণ এতৎ ক্ষেত্রাধিকরণক কৃতস্নান তর্পণ পূজনাদি সকল কর্ম্মণাং সাঙ্গতাসিদ্ধয়ে এতৎ ক্ষেত্রাধিষ্ঠিতামুক গোত্রামুক শর্ম্মণ পুরোহিত সন্তোষতো ঝটিতি স্বাভীষ্টফল প্রাপ্তয়ে চ, এতৎ রৌপ্যখণ্ডং (স্বর্ণখণ্ডং বা) চন্দ্রদৈবতকং অমুকগোত্রায় অমুকশর্ম্মণে তীর্থপুরোহিত ব্রাহ্মণায় দক্ষিণা তুভ্যমহং সম্প্রদদে॥ পুরোহিত তিনবার স্বস্তি উচ্চারণান্তর যজমানকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন॥ তারপর একটি গোদান বা তাহার মূল্যদান করিয়া পুরোহিতকে ভোজন দক্ষিণা তাম্বুলাদি দান করা কর্ত্তব্য।

তারপরে দেবাদিদেবের প্রসাদ শৈবগণকে বিতরণ করতঃ স্বয়ং তাহা ভোজন করিবে।

অথ শিবপ্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে।

কোন কোন শাস্ত্রে চণ্ডাদি লিঙ্গের বা শিবের ঈশান নামক-ঊর্দ্ধমুখার্পিত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ দোষাবহ বলিয়া বর্ণিত থাকায় অনেকানেক জ্ঞান সঙ্কীর্ণ মানবগণ তত্তৎ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে

অসমর্থ হইয়া শিব মাত্রেরই নৈবেদ্য একান্ত পরিত্যাজ্য বিবেচনায় এই অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গের ও নৈবেদ্য গ্রহণে বিমুখ হইয়া মহাভ্রমে পতিত হন। তাহাদের উক্ত ভ্রম সংশোধনার্থ মন্ত্রশাস্ত্র তথা বেদ-পুরাণাদি হইতে শিবের প্রসাদ গ্রহণ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভূবে স্ফাটিকে হৃদি সংস্থিতে।
অতঃশতক্রতো পুণ্যং শম্ভোর্নৈবেদ্য ভক্ষণম্ ॥

ইতি স্কন্দপুরাণম্

স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে বাণলিঙ্গের, স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের, (যে লিঙ্গ স্বয়ং সম্ভূত যাঁহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা নাই, যেমন এখানকার অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গ) স্ফটিকময় লিঙ্গের ও যোগিগণ পূজার্থ যে লিঙ্গ সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন তাঁহার এই সকল লিঙ্গের নৈবেদ্য ভক্ষণে শত যজ্ঞের পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইত্যাদি

অন্যচ্চ—

পঞ্চপুরুষার্থপ্রবোধে হনুমন্তং প্রতিশম্ভূবাক্যং।

যথা—

বাণলিঙ্গেস্বয়ম্ভূতে চন্দ্রাকৃতি হৃদিস্থিতে।
চান্দ্রায়ণসমং জ্ঞেয়ং শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণম্ ॥
লিঙ্গে স্বয়ম্ভূবেবাণে লিঙ্গে চ রসনির্ম্মিতে।
সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিতে চৈব ন চণ্ডাধিকৃতির্ভবেৎ ॥
যত্রচণ্ডাধিকারোস্তি ভোক্তব্যং তন্ন মানবৈঃ।
চণ্ডাধিকারো নো যত্র ভোক্তব্যং তত্তু ভক্তিতঃ ॥

ভাবার্থ:—হনূমানের প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন যে বাণলিঙ্গের এবং স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের আর চন্দ্রাকৃতি হৃদয়স্থিত লিঙ্গরূপী শম্ভুর নৈবেদ্য ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ ব্রতের তুল্য পুণ্য লাভ হয়। স্বয়ম্ভূ লিঙ্গে, এবং বাণলিঙ্গে তথা পারদ নির্ম্মিত লিঙ্গে, আর সিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে, চণ্ডাধিকার প্রাপ্ত হয় না। যে যে লিঙ্গে চণ্ডাধিকার উক্ত হইয়াছে মানবগণ সেই সেই লিঙ্গের প্রসাদ ভক্ষণ করিবে না। আর যে লিঙ্গে চণ্ডাধিকার নাই (অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সব লিঙ্গের নাম উক্ত হইলে) তাহাদের প্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। ইত্যাদি।

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে শিবনৈবেদ্য ত্যাগ কারীর প্রতি শিবের শাসন বাক্য উক্ত হইয়াছে। যথা—

ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মা যোগংচান্যে মহর্ষয়ঃ।
বিষ্ণুত্বমপিবিষ্ণুশ্চ শিবঃ কেন ন সেব্যতে ॥
নির্ম্মাল্যং হরতে পাপং শোকঞ্চ চরণোদকং।
নৈবেদ্যং সর্ব্বপাপানি শম্ভোর্হরতি নিশ্চিতম্ ॥
নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং ভূঞ্জিতনাত্র সংশয়ঃ।
নহিতে ভূঞ্জতে মূর্খা নরকং তৈঃ প্রসাদ্যতে ॥
নৈবেদ্যঞ্চোপভূঞ্জীত দত্ত্বাতদ্ভক্তি শালিনে।
অন্যথা নৈবসিদ্ধিস্যাদর্চ্চকো নরকং ব্রজেৎ ॥

ভাবার্থঃ—যে শিবের সাধনাদ্বারা ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব এবং বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব আর অন্যান্য মহর্ষিরা যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সদাশিবকে কে না উপাসনা করে? (অর্থাৎ শিবই একমাত্র ত্রিভুবনের আরাধ্য দেবতা) শিবের নির্ম্মাল্য-গ্রহণ কারীর পাপ, এবং চরণামৃত (চানজল)

পানকারীর শোক, তথা দৈবেদ্য,-ভোক্তার সর্ব্ব বিধ পাতক হরণ করিয়া থাকে। শিবনিবেদিত নৈবেদ্য যে ভক্ষণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যে মূর্খেরা তাহা ভক্ষণ না করে সে নিজের বাস দ্বারা নরকের প্রসন্নতা অর্থাৎ শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নৈবেদ্য নিজে ভক্ষণ করিবে ও শিবভক্তগণকে বিতরণ করিবে, ইহার অন্যথা করিলে সিদ্ধি ও প্রাপ্ত হয় না অধিকন্তু পূজাকারী নিজে নরকে গমন করে ইত্যাদি উপরোক্ত প্রমাণাদিতেও যাহাদের মনঃ-পূত হয় নাই অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে সন্দেহ বিনষ্ট হয় নাই তাহাদের জন্য নিম্নে শ্রুতির প্রমাণ প্রকাশিত হইল, শ্রুতি এবং স্মৃতির পরস্পর বিরোধভাব উক্ত থাকিলে শ্রুতিকেই শ্রেষ্ঠা বিবেচনায় শ্রুতি বাক্যই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যথা—

শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সীত্যাদি।

ভাবার্থ—শ্রুতিস্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই শ্রেষ্ঠা।

বৃহজ্জাবালোপনিষৎ—

রুদ্রভুক্তং ভূক্তীয়াৎ রুদ্রপীতং পিবেৎ রুদ্রঘ্রাতং জিঘ্রেত—ইত্যাদি অর্থাৎ রুদ্র যাহা ভোজন করিয়াছেন তাহা ভোজন করিবে, রুদ্র যাহা পান করিয়াছেন তাহা পান করিবে এবং রুদ্র যাহা আঘ্রাণ করিয়াছেন তাহা আঘ্রাণ করিবে ইত্যাদি। উক্তবচনে শিবের নৈবেদ্য এবং চরণোদক তথা নির্ম্মাল্য গ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর্য্যগণের পক্ষে—ইহার অপেক্ষা বলবান প্রমাণ আর কি হইতে পারে? শ্রুতির বিরুদ্ধাচরণে হিন্দু সর্ব্বথা অক্ষম। আর বেদবাক্য লঙ্ঘনেও যাঁহারা সক্ষম তাঁহাদের প্রতি আমার আর কোনও বক্তব্য নাই। ইতি তীর্থ কৃত্যম।

বৈদ্যনাথের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ। যথা "চন্দ্রকূপ" "ভিতরখণ্ড" "হরিলাজুড়ি" "তপোবন" "নন্দনপাহাড়" "চোল পাহাড় ত্রিকূটাচল"—শেষোক্ত স্থান অতিশয় রমণীয় এবং পবিত্র। পাণ্ডাকুল গৌরব শ্রীশ্রী মহাত্মা বম্ বম্ ব্রহ্মচারী বাবাজী নিজের বাস দ্বারা এবং বিবিধ আশ্রমাদি নির্ম্মাণ করাইয়া এই স্থান (ত্রিকূটাচল) আরও উজ্জ্বল করিয়াছেন। ধরণা। শ্রীশ্রী৺ বাবার মঠের পশ্চিমাংশ আলিন্দে সংসার তাপ জর্জ্জরিত মানবগণ একাগ্রচিত্তে দেবাদি দেবকে কঠোর সাধনায় সন্তুষ্ট করিয়া বাবার স্বপ্নাদেশপ্রাপ্তে সফল কাম হইয়া থাকে ইহা অতি প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য ব্যাপার।

বিজ্ঞাপন।

—o—

এই বৈদ্যনাথক্ষেত্র সর্ব্বস্ব নামক পুস্তকের সর্ব্বস্বত্ব রেজেষ্টারী করাইয়া আমি নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছি। অতএব সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থ প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তকের কোনও অংশ উদ্ধৃত করিয়া যেন কেহ প্রকাশ না করেন, নতুবা তাঁহাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

শ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা।

বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর।